দশম অধ্যায়

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহিদের নেতৃত্বে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। বিদ্রোহের আগুন প্রথমে জ্বলে উঠে পশ্চিম বঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গলপাণ্ডে নামে এক সিপাহি। দ্রুত এই বিদ্রোহ মিরাট, কানপুর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

শিখনফল

- ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং এর ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ইংরেজ শাসন আমলের–বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ে উদ্বুদ্ধ হবে।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫–১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু–মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। নেতাদের উদার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে মাঝে মাঝে ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিভেদ নীতিরই জয় হয়।

স্বদেশী আন্দোলন : ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, তাকেই স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুটি–বয়কট ও স্বদেশী।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন : হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণ–আন্দোলন। হিন্দু–মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন (১৯১১–১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) : বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাকেই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে।

স্বরাজ দল : ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের একাংশের সমর্থনে সি.আর. দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বরাজ দল। সি.আর. দাস হন এ দলের সভাপতি। দলের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভায় যোগ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সংস্কার আইন অচল করে দেওয়া।

বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি (ডিসেম্বর, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) : উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু–মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। ফলে বাংলায় হিন্দু–মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য এই দূরদর্শী, বাস্তববাদী নেতা যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইতিহাসে তা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে খ্যাত। এই সময়ে বাংলার ইতিহাসে প্রধান ঘটনাই ছিল বেঙ্গল প্যাক্ট।

লাহোর প্রস্তাব : ত্রিশের দশকের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং মুসলমানদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহ তার বহু আলোচিত–সমালোচিত দ্বি–জাতি তত্ত্বের ঘোষণা দেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব মূলত তার এই ঘোষণার বাস্তব রূ প দেওয়ার পথনির্দেশ করে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় বলে এটি ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত।

অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূ প নেয়। এরকম চরম জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ঘোষণা করে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাস 'বসু'–সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে খ্যাত।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন : চল্লিশের দশকের শুরুতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন গান্ধীজির ডাকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রবল ব্রিটিশবিরোধী রূ প নেয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট বোম্বাইয়ের অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এক ঘোষণায় বলেন 'আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই, উষালগ্নের আগেই যদি তা সম্ভব হয়।' তিনি আরো বলেন, আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করব। আর এ হবে আমাদের জীবনে শেষ লড়াই।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। এই পরিবর্তনের ধারা ভারতের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করা হয়, যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাগ করেন কে?**

ক লর্ড কর্ণওয়ালিস ● লর্ড কার্জন
গ লর্ড চেমসফোর্ড ঘ লর্ড রীডিং

২. **মাস্টারদা সূর্য সেনা এর নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল–**

i. চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী গঠন
ii. স্বাধীন চিটাগাঙ সরকারের ঘোষণা
iii. চিটাগাঙ রিপাবলিকান আর্মি গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিশাপুর চা–বাগানে চা–শ্রমিকরা তাদের কম মজুরীর প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছিল। অবরোধ, ভাঙচুর চালাতে থাকলে শ্রমিক নেতা কিরণ তাদের সহিংস আন্দোলন পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানান।

৩. **শ্রমিক নেতা কিরণ কোন ব্যক্তির নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন?**
ক ক্ষুদিরাম খ মাস্টারদা সূর্যসেন
● মহাত্মা গান্ধী ঘ পুলিন বিহারী দাস

৪. **উক্ত নেতার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল–**
i. হিন্দু–মুসলমানের ঐক্য দৃঢ়করণ
ii. নির্যাতনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
iii. সত্যাগ্রহ বন্দীদের মুক্তিদানের দাবি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বঙ্গভঙ্গ

সালেহপুর ইউনিয়নটি নদীর তীরবর্তী। গত বছর বন্যায় ফসল ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আয়তনে বড় হওয়ায় ত্রাণ তৎপরতাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে এই ইউনিয়নকে দুইটি আলাদা ইউনিটে ভাগ করা হয়।

ক. মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়?
খ. স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে বঙ্গভঙ্গের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত কারণটিই কি বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ মনে কর? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

খ স্বত্ববিলোপ নীতি হচ্ছে লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক গৃহীত একটি নীতি। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজ্য বিস্তারকল্পে, একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলো নানা অজুহাতে দখল করে নেয়। এরূপ এক নীতিই ছিল স্বত্ববিলোপ নীতি। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারত না। ফলে উত্তরাধিকার না থাকায় লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাঁতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই নীতি প্রয়োগ করে কর্নাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্র এবং পেশওয়া দ্বিতীয় রাজা বাজিরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণটি ফুটে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ। উপমহাদেশের এক–তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রদেশে। কলকাতা থেকে পূর্বাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ। আবার, ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বন্যা ও দুর্ভিক্ষে আসাম, বঙ্গ প্রদেশসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু বিশাল আয়তনের জন্য সব ধরনের সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এসব কারণে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা শুরু হয়। আর এরই প্রেক্ষিতে লর্ড কার্জন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশকে দুভাগ করেন এবং ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তা কার্যকর করেন।

উদ্দীপকের ইউনিয়নেরও অনেক বড় হবার কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হয় এবং ইউনিয়নকে ইউনিটে ভাগ করা হয়। এখানে বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ আমি মনে করি, বঙ্গভঙ্গের জন্য একমাত্র প্রশাসনিক কারণই দায়ী নয়, এর পেছনে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও দায়ী ছিল। তৎকালীন সময়ে কলকাতা হয়ে উঠেছিল আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। শিল্পকারখানা, ব্যবসা–বাণিজ্য, অফিস–আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতাকে ঘিরে। যা কিছু উন্নতি, অগ্রগতি সবকিছুই ছিল কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয়। অথচ এখান থেকে যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হতো তার জন্যও সুষ্ঠু যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না। ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হতে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে না পারার কারণে এ অঞ্চলের লোকজন অশিক্ষিত থেকে যায়। কর্মহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এ অবস্থার কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন ছিল। লর্ড কার্জন শুধু শাসন–সুবিধার জন্য বা পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গ করেননি। এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তার দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। সুতরাং কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপজ্জনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তি দুর্বল করা হলো, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবেই কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন। এভাবে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করার ব্যবস্থা করা হলো। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের পেছনে শুধু প্রশাসনিক কারণই ভূমিকা রাখেনি বরং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন– ২ স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার

কেয়া ও কণা দুই বোন ঈদের কেনাকাটা করতে বাজারে যায়। কেয়া তার পছন্দের তালিকায় বিদেশি পণ্য রাখলেও কণা বিদেশি পণ্যকে পরিত্যাগ করে দেশি পণ্য কেনার পক্ষে মত দেন। অবশেষে কণা তার বোন কেয়াকে দেশি পণ্য কেনার বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হয় এবং উভয়ে দেশি পণ্য ক্রয় করে বাসায় ফেরেন।

ক. দিল্লির মুঘল সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করেন কে?
খ. 'এনফিল্ড' রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলল কেন?
গ. কোন আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কণা দেশি পণ্য কিনতে উৎসাহবোধ করেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর কেয়ার মত মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়? যুক্তি দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লির মুঘল সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করেন লর্ড ডালহৌসি।

খ 'এনফিল্ড' রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তোলে। কারণ এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করানো হতো।

সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, এই টোটায় গরব ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। বিষয়টি উভয় সম্প্রদায়কেই ধর্মীয় দিক থেকে আঘাত হানে। এ কারণে সৈন্যরা 'এনফিল্ড' রাইফেল ব্যবহারের ব্যাপারে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

গ স্বদেশী আন্দোলনের শিৰায় অনুপ্রাণিত হয়ে কণা দেশি পণ্য কিনতে উৎসাহবোধ করেন। 'বয়কট' বা স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। বঙ্গভঙ্গের বিরৰদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রেৰিতে বয়কট আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ক্রমে ক্রমে এর সাথে বিলেতি শিৰা বর্জন কর্মসূচিও যুক্ত হয়। বিলেতি পণ্য বর্জনের মতো শিৰা বর্জনের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্থানে স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের শপথ নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামে–গঞ্জে–শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যেতে থাকে। একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় দেশি তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। উদ্দীপকে কণা স্বদেশী আন্দোলনের এ শিৰায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার পছন্দের তালিকায় দেশি পণ্য রাখেন। এখানে স্বদেশী আন্দোলনের শিৰার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ আমি মনে করি কেয়ার মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়। উদ্দীপকে কণা স্বদেশী আন্দোলনের শিৰায় অনুপ্রাণিত হলেও তার বোন কেয়া ছিলেন তার বিপরীত। স্বদেশী আন্দোলনের মূল লৰ্য ছিল বিদেশি পণ্য বর্জন। এছাড়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহারও ছিল এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। আর যখনই বিদেশি পণ্য ব্যবহার কমে যাবে তখন দেশি পণ্যের চাহিদা বাড়বে। বিভিন্ন কল–কারখানা গড়ে উঠবে। এতে বিভিন্ন কর্মসংস্থান হবে। ফলে দেশের বেকারত্ব অনেকাংশেই কমে যাবে। দেশি পণ্য ব্যবহার করলে দেশের অর্থ দেশেই থাকবে। তাছাড়া এদেশের পণ্যের মান ভালো হলে বিদেশিরাও এগুলো কিনতে আসবে। ফলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। কিন্তু যদি কেয়ার মতো মানসিকতা সবার মাঝে থাকে তবে তা অর্থনীতির জন্য বড় অন্তরায়। এমনিতেই বাংলাদেশে বাণিজ্য ভারসাম্য প্রতিকূলে, উপরন্তু দেশি পণ্যের চাহিদা কমে গেলে বিদেশি পণ্য মানুষ ব্যবহার করবে। ফলে দেশের অর্থ বাইরে চলে যাবে। এটা অর্থনীতির জন্য শুভ হবে না। সুতরাং কেয়ার মানসিকতা আমাদের দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির পথে অন্তরায়।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **বাংলা চুক্তি কী নামে খ্যাত?** [স. বো. '১৬]
● সি আর দাস ফর্মুলা ⓚ মহাত্মাগান্ধী ফর্মুলা
ⓖ সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলা ⓘ মতিলাল নেহেরৰ ফর্মুলা

২. **১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিপ্লবের তাৎপর্য কী ছিল?** [স. বো. '১৫]
● কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে
ⓚ কোম্পানি শাসনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়
ⓖ মুসলমানরা জয় লাভ করে
ⓘ ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে

৩. **চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে 'ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণ নেতৃত্বে দেন কে?** [স. বো. '১৫]
ⓚ সূর্যসেন ● প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
ⓖ প্রফুল্ল চাকী ⓘ বাঘা যতিন

৪. **উপমহাদেশের স্বাধিকার–স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা কাদের ছিল?** [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ ভারতীয়দের ⓚ ব্যবসায়ীদের
● বাঙালিদের ⓘ ব্রিটিশদের

৫. **ডালহৌসি কর্তৃক দিল্লির সম্রাট পদ বিলুপ্ত হলে কে সম্রাট পদ থেকে বঞ্চিত হন?** [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ শাহ আলম ⓚ শাজাহান
● দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ⓘ আকবর

৬. **বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসন দেওয়া হয়?** [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ⓚ পাকিস্তানে ⓚ কর্নাটে
● রেঙ্গুনে ⓘ ব্যারাকপুরে

৭. **কত খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়?** [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ ১৮৫৮ ⓚ ১৮৫৯
● ১৯৪৭ ⓘ ১৯৪৮

৮. **বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল?** [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
ⓚ পূর্ববাংলা ও বিহার ● পূর্ব বাংলা ও আসাম
ⓖ পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যা ⓘ পশ্চিম বাংলা ও আসাম

৯. **বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হয় কোথায়?** [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● দিল্লিতে ⓚ ইংল্যান্ডে
ⓖ আসানসোলে ⓘ লক্ষ্ণৌতে

১০. **স্বদেশী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল কাদের বিরুদ্ধে?** [প্রগতি মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ, খুলনা]
ⓚ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ⓚ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে
● ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ⓘ মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে

১১. **শিক্ষা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল কোনটি?** [গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেহেরপুর]
ⓚ সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন ⓚ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান
● কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ⓘ বিজ্ঞান শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা

১২. **বরিশালের চারণ কবি কে ছিলেন?** [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● মুকুন্দ দাস ⓚ দ্বিজেন্দ্রনাথ
ⓖ রজনীকান্ত ⓘ রবীন্দ্রনাথ

১৩. **কোনটি হিন্দু–মুসলিম ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন?** [পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলন ⓚ সশস্ত্র ও বিপ্লবী আন্দোলন
ⓖ সশস্ত্র ও খিলাফত আন্দোলন ● খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

১৪. কোন আইন ভারতের সর্বস্তরের জনগণকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তোলে? [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মর্লি–মিন্টো আইন খ মন্টেগু–চেমসফোর্ড আইন
● রাওলাট আইন ঘ ভারত শাসন আইন

১৫. ভারতবর্ষে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কেন 'প্রথম সর্বভারতীয় গণআন্দোলন' হিসেবে পরিগণিত? [খড়রিয়া এজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় নড়াইল]
ক কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে একক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করায়
● ঐক্যবদ্ধভাবে হিন্দু–মুসলিমদের ব্রিটিশ বিরোধী চেতনায়
গ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমঝোতা সৃষ্টি করায়
ঘ হিন্দু–মুসলিমদের মধ্যে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করায়

১৬. রাসবিহারীকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে কেন? [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ইংরেজ সেনাপতির সাথে আঁতাত করায়
খ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলায়
● লর্ড হার্ডিংকে হত্যা প্রচেষ্টার জন্য
ঘ জমিদারদের উৎখাত করার

১৭. মাস্টারদা সূর্যসেন কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? [রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক রাজশাহী ● চট্টগ্রাম গ দিনাজপুর ঘ রংপুর

১৮. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনটি? [পিরোজপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়]
ক অর্থনৈতিক সংস্কার খ রাজস্ব বর্ধিতকরণ
গ মুদ্রানীতি জারিকরণ ● ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব

১৯. হিন্দু–মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের দলিল হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল? [রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● বেঙ্গল প্যাক্ট খ ইন্ডিয়া প্যাক্ট
গ পাকিস্তান প্যাক্ট ঘ সাধারণ প্যাক্ট

২০. কেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন? [খড়রিয়া এজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল]
ক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধির জন্য
খ সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধির জন্য
● সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য
ঘ সম্প্রদায়গত মনোভাব সৃষ্টির জন্য

২১. লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? [নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ১৯৫৩ ● ১৯৪০ গ ১৯৪২ ঘ ১৯৪৩

২২. ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এখানে কোন রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে? [নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ভারত ● পাকিস্তান গ ইংল্যান্ড ঘ বাংলাদেশ

২৩. 'ভারত ছাড়' আন্দোলন করে কোন দল? [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● কংগ্রেস খ মুসলিম লীগ
গ কৃষক প্রজাপার্টি ঘ খিলাফত আন্দোলন

২৪. 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের অন্যতম প্রকৃতি ছিল কোনটি? [প্রগতি মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ, খুলনা]
ক জনগণের বিরোধিতা ● জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ
গ জমিদারের জন্য সুবিধা ঘ জমিদারের নায়েবদের রবা

২৫. ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের দ্বারা 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হয় কেন? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● ভারতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করতে
খ ধর্মীয় সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে
গ অর্থনৈতিক সংস্কার আনয়ন করতে
ঘ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষিত করতে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬. বাঙালি তরুণ সমাজ ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলে– [ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা]
i. সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ii. দলে দলে আত্মাহুতি দিয়ে
iii. জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. সিপাহিদের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সামরিক কারণ হচ্ছে– [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মাঝে বৈষম্য
ii. ভূমি রাজস্বনীতি
iii. ভারতীয় সেনাদের কম সুযোগ সুবিধা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করেন– [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. বিপিনচন্দ্র পাল ii. অরবিন্দ ঘোষ
iii. অশ্বিনীকুমার দত্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯. স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবি সাহিত্যিকরা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন– [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. জনগণকে সচেতন করতে ii. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে
iii. রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জন করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল ছিল– [রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. এ আন্দোলন ব্রিটিশবিরোধী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে
ii. এ আন্দোলন দেশীয় ভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ আনয়ন করে
iii. এ আন্দোলন হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৩১. স্বদেশী আন্দোলনের পর্যায় ছিল– [মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. সভা–সমিতিতে বক্তৃতা দান ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন
ii. আত্মশক্তি গঠন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন
iii. বয়কট ও সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২. খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন– [প্রগতি মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ, খুলনা]
i. মাওলানা মোহাম্মদ আলী ii. মাওলানা শওকত আলী
iii. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৩. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো– [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
i. গণবিচ্ছিন্নতা
ii. গোপনীয়ভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা
iii. সমন্বয়ের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪. বাংলা চুক্তিতে স্বরাজ দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল– [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. হিন্দু–মুসলিম সম্প্রীতি
ii. স্বরাজ অর্জনের পর মুসলমানরা প্রশাসনের ৫৫% পদ লাভ করবে
iii. মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো নিষিদ্ধ এবং মুসলমানরা গরু কোরবানি দিতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫. বাংলা চুক্তির অবসান ঘটে– [ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা]
i. কংগ্রেসের বিরোধিতার কারণে
ii. হিন্দু মহাসভা ও মুসলমানদের তাবলীগ, তানজীম আন্দোলনের কারণে
iii. চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যুর ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iiij গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬. আতিক বলেন যে, স্বাধীন অখন্ড বাংলা গঠন শুধু কতিপয় নেতার স্বপ্নই রয়ে গেল। আতিক বলেছে– [নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. শরৎচন্দ্র বসুর কথা
ii. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা
iii. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮ প্রশ্নের উত্তর দাও :

নিশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে দেখল বিদেশি শাসকরা এ দেশের জনগণের ওপর নির্যাতন করে। এই প্রতিকারের জন্য সে সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলে এবং সর্বাত্মক প্রতিরোধ করে ব্যর্থ হয় ও আত্মহত্যা করে। [স. বো. '১৬]

৩৭. নিশি কোন বাঙালি নারী দ্বারা অনুপ্রাণিত?

ⓚ বেগম রোকেয়া ● প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
ⓖ কল্পনা দত্ত ⓘ অম্বিকা চক্রবর্তী

৩৮. উক্ত নারী ও তার বাহিনী পরাজয়ের কারণ–

i. গণবিচ্ছিন্নতা ii. স্বার্থপরতা
iii. গোপনীয়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলাদেশের একটি গুরবত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু–মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। পরস্পর পরস্পরকে শত্রব ভাবতে শুরব করে। নেতাদের উদার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে মাঝে মাঝে ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিভেদ নীতিরই জয় হয়।

[দি বার্ডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

৩৯. অনুচ্ছেদে উলিরখিত গুরবত্বপূর্ণ ঘটনাটি কী?

● বঙ্গভঙ্গ ⓚ বঙ্গভঙ্গ রদ
ⓖ অসহযোগ আন্দোলন ⓘ স্বদেশী আন্দোলন

৪০. অনুচ্ছেদে উলিরখিত পরিস্থিতির পরিণতি হলো–

i. উপমহাদেশের বিভক্তি ii. ভারত সৃষ্টি
iii. বাংলাদেশ সৃষ্টি

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১. কোন যুদ্ধের পরপরই এদেশের কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে? (জ্ঞান)

ⓚ স্বাধীনতা যুদ্ধ ⓚ মুক্তিযুদ্ধ
● পলাশী যুদ্ধ ⓘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

৪২. পলাশী যুদ্ধের কত বছর পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরব হয়? (জ্ঞান)

ⓚ দুইশ বছর ● একশ বছর ⓖ তিনশ বছর ⓘ চারশ বছর

৪৩. বাঙালি তরবণ সমাজ ইংরেজি শাসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলে কীভাবে? (অনুধাবন)

ⓚ জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে ⓚ প্রতিবাদ মিছিল করে
ⓖ প্রতিবাদ সমাবেশ করে ● সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে

৪৪. ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)

ⓚ ১৮৫৫ ⓚ ১৮৫৬ ● ১৮৫৭ ⓘ ১৮৫৮

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৫. পরাধীনতার একশ বছর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে– (অনুধাবন)

i. এদেশের সৈনিকরা
ii. এ দেশের শিবকরা
iii. দেশীয় রাজরাজারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২৪

At a Glance

- স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন– লর্ড ডালহৌসি।
- ব্রিটিশ অফিসারদের পবপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ– সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়।
- সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য প্রচলন হয়– এনফিল্ড রাইফেল।
- বিদ্রোহের প্রথম আগুন জ্বলে উঠে– পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে।
- সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা করেন– মঙ্গলপান্ডে।
- সিপাহি বিদ্রোহের সময় দিলিরর সম্রাট ছিলেন– দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
- বাহাদুর শাহ পার্ক অবস্থিত– ঢাকায়।
- সিপাহি বিদ্রোহের ফলে অবসান ঘটে– কোম্পানি শাসনের।
- ঝাঁসির রানি লবীবাঈ নিহত হন– সিপাহি বিদ্রোহে।
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বেগবান হয়– সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৬. ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)

ⓚ ১৮৫৫ ● ১৮৫৭
ⓖ ১৮৫৯ ⓘ ১৮৬১

৪৭. কোন কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ করে? (জ্ঞান)

ⓚ অ্যাপেক্স কোম্পানি ⓚ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
● ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ⓘ নর্থ ইন্ডিয়া কোম্পানি

৪৮. ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য বিস্তার কোন সময় থেকে? (জ্ঞান)

ⓚ পলাশী যুদ্ধের আগে ● পলাশী যুদ্ধের পরে
ⓖ নীল বিদ্রোহের আগে ⓘ নীল বিদ্রোহের পরে

৪৯. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন কে? (জ্ঞান)

ⓚ লর্ড ক্লাইভ ⓚ লর্ড কার্জন
● লর্ড ডালহৌসি ⓘ লর্ড মাউন্টব্যাটেন

৫০. কোনটির অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়? (জ্ঞান)

ⓚ অভাব ● অপশাসন
ⓖ দুর্নীতি ⓘ দুর্ভিব

৫১. দিলিরর সম্রাট পদ কে বিলুপ্ত করেন? (জ্ঞান)

ⓚ লজ অ্যালেন ● লর্ড ডালহৌসি
ⓖ লর্ড কার্জন ⓘ লর্ড কর্নওয়ালিস

৫২. দিলিরর সম্রাট কেন ব্রিটিশদের বিরবদ্ধে ক্ষুব্ধ হন? (অনুধাবন)

ⓚ উপঢৌকন প্রদান না করায় ● সম্রাট পদ বিলোপ করায়
ⓖ কর প্রদান না করায় ⓘ সেনাবাহিনী সরবরাহ না করায়

৫৩. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে কোনটি শুরব হয়? (জ্ঞান)

ⓚ সামাজিক অশান্তি ● চরম অর্থনৈতিক শোষণ
ⓖ ধর্মীয় আইন প্রয়োগ ⓘ কৃষকদের সহায়তা

৫৪. রাজনৈতিক বমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল কারা? (অনুধাবন)

● ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ⓚ ওলন্দাজ কোম্পানি
ⓖ রাজাকার বাহিনী ⓘ হানাদার বাহিনী

৫৫. ব্রিটিশদের কোন নীতির কারণে এদেশের কৃষি ধ্বংস হয়? (জ্ঞান)

● ভূমি রাজস্ব নীতি ⓚ চার্টার নীতি
ⓖ জন নীতি ⓘ খাদ্য সংরবণ নীতি

৫৬. বমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে দরিদ্র কৃষকের কী ধ্বংস করা হয়? (প্রয়োগ)

ⓚ জমি ⓚ খাজনা
ⓖ অধিকার ● অর্থনৈতিক মেরবদন্ড

৫৭. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন কাজের ফলে অনেক বনেদি জমিদার অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বতিগ্রস্ত হন? (উচ্চতর দবতা)

ⓚ বমতা দখল ● আইন প্রয়োগ ⓖ অর্থবিনিয়োগ ⓘ ভূমি দখল

৫৮. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দরিদ্র কৃষকের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে। তাছাড়া জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীরা তাদের ওপর তীব্র শোষণ করে। এর ফলাফল কী দাঁড়ায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কৃষক ধনীক শ্রেণি বনে যায়
খ কৃষকদের জন্য ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়
● কৃষক মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়
ঘ কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়

৫৯. সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিল কোন সময়ে? (জ্ঞান)
ক আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ● উনিশ শতকের প্রথমার্ধে
গ বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঘ একুশ শতকের প্রথমার্ধে

৬০. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমাজ সংস্কারমূলক কাজ মেনে নিতে পারেনি কারা? (অনুধাবন)
ক মুসলমান ও খ্রিস্টান খ হিন্দু ও বৌদ্ধ
গ বৌদ্ধ ও জৈন ● মুসলমান ও হিন্দু

৬১. মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক ভারতীয় সৈনিকদের ধর্ম পালনে বাধা দেওয়ায়
● ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করায়
গ ভারতীয় সৈনিকদের নিম্নমানের অস্ত্র সরবরাহ করায়
ঘ ভারতীয় সৈনিকদের সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্য করায়

৬২. ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে কেন? (অনুধাবন)
● ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্বে খ ইংরেজদের অত্যাচার
গ পলাশী যুদ্ধের কারণে ঘ সতীদাহপ্রদাহ বিলোপ

৬৩. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী? (অনুধাবন)
ক রাজনৈতিক বৈষম্য ● ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত
গ অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘ লেনদেনে সমস্যা

৬৪. হিন্দু সম্প্রদায়ের বদ্ধমূল ধারণা মতে কী করলে ধর্ম নষ্ট হয়? (জ্ঞান)
ক মাছ খেলে খ ভাত খেলে
● সমুদ্র পাড়ি দিলে ঘ জীব হত্যা করলে

৬৫. ব্রিটিশরা সিপাহিদের জন্য কোন ধরনের রাইফেল প্রচলন করে? (জ্ঞান)
ক সিগফিল্ড ● এনফিল্ড গ এম. এল জি ঘ এন–১

৬৬. গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত ছিল কোথায়? (অনুধাবন)
ক রাইফেলের গায়ে খ সৈন্যদের হাতে
● কাইফেলের টোটায় ঘ ইংরেজদের খাদ্যে

৬৭. বিদ্রোহের আগুন প্রথমে জ্বলে ওঠে কোথায়? (জ্ঞান)
ক নাগপুরে খ উদয়পুরে ● ব্যারাকপুরে ঘ কর্নাটে

৬৮. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করা হয়? (জ্ঞান)
ক ২৫ মার্চ খ ২৬ মার্চ ● ২৯ মার্চ ঘ ৩০ মার্চ

৬৯. সর্বপ্রথম গুলি ছুড়ে কোন সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা করেন? (জ্ঞান)
● মঙ্গলপাণ্ডে খ বাহাদুর শাহ গ শাহাজান ঘ আকবর

৭০. বাহাদুর শাহ কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক সিপাহি খ শিক্ষক ● মুঘল সম্রাট ঘ লেখক

৭১. বিদ্রোহীরা দিল্লির দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের কী বলে ঘোষণা করা হয়? (জ্ঞান)
ক শিক্ষক খ লেখক
● বাদশা ঘ রাজা

৭২. রেঙ্গুন জায়গাটি কোন দেশে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক বাংলাদেশে খ পাকিস্তানে
● মিয়ানমারে ঘ থাইল্যান্ডে

৭৩. নানা সাহেব পরাজিত হয়ে কী করেন? (জ্ঞান)
ক আত্মহত্যা ● অন্তর্ধান
গ দেশত্যাগ ঘ স্বেচ্ছা নির্বাসন

৭৪. সাধারণ সৈনিকদের ওপর অমানবিক নির্যাতন করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক দুর্নীতির কারণে খ অন্যকে নির্যাতনের কারণে
● স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়ায় ঘ কাজে অবহেলা করায়

৭৫. ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে কী ঝুলিয়ে রাখা হয়? (জ্ঞান)
ক লাশের চিহ্ন ● অনেক সৈনিকের লাশ
গ ভালো খাবার ঘ পশু পাখির মৃতদেহ

৭৬. ইংরেজ শাসকদের বিভিন্ন ধরনের বীভৎস ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্য কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক স্বার্থ হাসিল করা খ ক্ষমতার ভিত মজবুত করা
গ বাংলার জনগণকে দাবিয়ে রাখা ● জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা

৭৭. ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয় কখন? (জ্ঞান)
● ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে খ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে

৭৮. কত খ্রিস্টাব্দে স্বত্ববিলোপ নীতি বাতিল করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৮৫৬ খ ১৮৫৫
● ১৮৫৮ ঘ ১৮৬০

৭৯. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ফলাফল কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ইংরেজ শাসনের অবসান ● কোম্পানি শাসনের অবসান
গ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ঘ সিপাহিদের অর্থনৈতিক মুক্তি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮০. মঙ্গলপাণ্ডের বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে— (অনুধাবন)
i. ভারতের সর্বত্র
ii. সমগ্র বাংলায়
iii. আসামে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮১. লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন— (অনুধাবন)
i. ঝাঁসি
ii. নাগপুর
iii. সাঁতারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮২. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়— (অনুধাবন)
i. কর্নাটের নবাব
ii. নানা সাহেব
iii. তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িতদের পরিণতি হয়েছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অনেকে যুদ্ধে শহিদ হন
ii. বাকীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়
iii. বাকীরা দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. সিপাহিদের নেতৃত্বে বিদ্রোহের অন্যতম অর্থনৈতিক কারণ ছিল— (অনুধাবন)
i. অতিরিক্ত কর ধার্য
ii. দেশীয় শিল্প ধ্বংস করা
iii. নতুন টাকশাল নির্মাণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বণিক শ্রেণি একদিকে বাজার দখলের নামে স্থানীয় শিল্প ধ্বংস, অপরদিকে অতিরিক্ত অর্থ লাভের আশায় জমি বন্দোবস্তের নামে কৃষি ধ্বংস করতে থাকে।

৮৫. অনুচ্ছেদে বণিক শ্রেণি বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
● ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খ ওলন্দাজ
গ ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঘ ফরাসি

৮৬. বণিক শ্রেণির এরূপ অত্যাচারে— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বাংলার উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি হয়
ii. বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়
iii. সাধারণ মানুষ কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইংরেজরা ক্ষমতা গ্রহণের পর এদেশে ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ধর্ম প্রচার ইত্যাদির ফলে হিন্দু–মুসলমান সম্প্রদায়ের গোঁড়পন্থীরা শঙ্কিত হয়ে যায়।

৮৭. অনুচ্ছেদের ইংরেজদের সংস্কারমূলক কাজগুলো কোন পর্যায়ে পড়ে? (প্রয়োগ)
ক ধর্মীয় ও উন্নয়নমূলক ● ধর্মীয় ও সামাজিক
গ সামাজিক ও সেবামূলক ঘ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক

৮৮. এরূপ ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি সংস্কারের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়
ii. মুসলমানরা খুশি হয়
iii. মুসলমান ক্ষুব্ধ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধে অমিত বিক্রমে দেশপ্রেমিক বাঙালি সৈনিকেরা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

৮৯. শতবর্ষ পূর্বে অনুচ্ছেদের যুদ্ধের অনুরূপ স্বাধীনতা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল– (প্রয়োগ)
i. উত্তর প্রদেশে
ii. কানপুরে
iii. বাংলায়
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯০. উক্ত বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক গুরুত্ব কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ব্রিটিশ সরকারের শাসনভার গ্রহণ
খ কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণ
গ বিদ্রোহী সিপাহিদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান
ঘ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন

➲ বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫–১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২৬

At a Glance

- হিন্দু–মুসলিম সম্প্রীতি চিরতরে নষ্ট হবার কারণ– বঙ্গভঙ্গ।
- পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নবাব সলিমুলরাহর নেতৃত্বে– বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানান।
- পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন– ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।
- বঙ্গবঙ্গ কার্যকর করেন– লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় দুর্যোগ বলেন– সুখেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।
- বঙ্গভঙ্গ রদ হয়– ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে।
- বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করেন– রাজা পঞ্চম জর্জ।
- বঙ্গভঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়– হিন্দু সমাজের মধ্যে।
- বঙ্গভঙ্গের অন্যতম কারণ ছিল– প্রশাসনিক কেন্দ্রিভূতি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯১. বঙ্গভঙ্গ করা হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯০৩ ● ১৯০৫ গ ১৯০৬ ঘ ১৯০৭

৯২. হিন্দু–মুসলিম পরস্পর পরস্পরকে শত্রুভাবতে শুরু করে কেন? (অনুধাবন)
● বঙ্গভঙ্গের কারণে খ পারস্পরিক স্বার্থতা
গ ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ঘ বঙ্গভঙ্গ রদ

৯৩. বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা দেন কে? (জ্ঞান)
● লর্ড কার্জন খ লর্ড ডালহৌসি গ লর্ড হার্ডিং ঘ লর্ড বেন্টিঙ্ক

৯৪. কত খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। (জ্ঞান)
ক ১৯০০ খ ১৯০২ ● ১৯০৩ ঘ ১৯০৪

৯৫. বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলে নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়? (জ্ঞান)
● ঢাকায় খ দিল্লিতে গ বিক্রমপুরে ঘ ইসলামাবাদে

৯৬. পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে কোন প্রদেশ গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক বাংলা প্রদেশ খ আসাম প্রদেশ
● পশ্চিম বাংলা প্রদেশ ঘ ত্রিপুরা প্রদেশ

৯৭. কার শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ একটি প্রশাসনিক সংস্কার ছিল? (জ্ঞান)
ক লর্ড কর্ণওয়ালিস ● লর্ডকার্জন
গ জেনারেল ডায়ার ঘ লর্ড হার্ডিং

৯৮. উপমহাদেশের এক–তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল কোথায়? (অনুধাবন)
ক কর্ণাটকে খ কোলকাতায়
● বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ঘ বিহারে

৯৯. লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে দুভাগ করার পরিকল্পনা করেন কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৮০০ খ ১৯০১ গ ১৯০২ ● ১৯০৩

১০০. ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই পূর্ববঙ্গ ছিল অবহেলিত, এর কারণ কী? (অনুধাবন)
● প্রশাসন ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক
খ পূর্ববাংলায় প্রতিবছর বন্যা হতো
গ পূর্ববাংলার ভূমি ছিল অনুর্বর
ঘ পূর্ববাংলার মানুষ ছিল অশিক্ষিত

১০১. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
ক ঢাকা খ করাচি গ লাহোর ● কলকাতা

১০২. ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ করার পেছনে কৌশলগত কারণ কী? (অনুধাবন)
● কলকাতাকেন্দ্রিক আন্দোলন বন্ধ করা
খ স্বতন্ত্র দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা
গ মুসলমানদের দমন করা
ঘ কংগ্রেসকে দমন করা

১০৩. 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে বাংলাদেশকে বিভক্ত করতে চাইলেন কে? (জ্ঞান)
ক লর্ড ক্লাইভ খ লর্ড কর্নওয়ালিস ● লর্ড কার্জন ঘ লর্ড ডালহৌসি

১০৪. বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণ কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করা
খ ভারতীয় রাজনীতির অবসান ঘটানো
গ ভারতীয় উপমহাদেশের অস্তিত্ব রক্ষা
ঘ ভারতীয় স্বার্থসিদ্ধির পাঁয়তারা

১০৫. বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে বাংলার মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? (অনুধাবন)
● মিশ্র খ বিরোধপূর্ণ গ স্বাভাবিক ঘ অস্বীতিশীল

১০৬. পূর্ব বাংলার মুসলমানরা কার নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়? (প্রয়োগ)
ক সৈয়দ আমির আলী ● নবাব সলিমুলরাহ
গ নবাব হাবিবুলরাহ বাহার ঘ নবাব ফয়জুন্নেসা

১০৭. বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানান কে? (জ্ঞান)
ক চিত্তরঞ্জন দাস খ এ কে ফজলুল হক
● নবাব সলিমুলাহ ঘ মৌলভী আব্দুল রসুল

১০৮. মুসলিম পত্র–পত্রিকাগুলো সন্তোষ প্রকাশ করে কেন? (অনুধাবন)
ক ইসলামের বিজয়ে খ মুসলিমদের স্বার্থ হাসিলে
● বঙ্গ বিভাগে ঘ হিন্দুদের পরাজয় দেখে

১০৯. নতুন প্রদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কারা? (অনুধাবন)
ক হিন্দু খ বৌদ্ধ গ খ্রিস্টান ● মুসলমান

১১০. কোনটির মাধ্যমে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে? (জ্ঞান)
ক স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ● বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে
গ বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে ঘ বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে

১১১. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় কাদের মধ্যে? (অনুধাবন)
● হিন্দু খ বৌদ্ধ গ খ্রিস্টান ঘ মুসলমান

১১২. কোন রাজনৈতিক দল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু করে? (জ্ঞান)
● কংগ্রেস খ মুসলিম লীগ গ জনগণ ঘ ইংরেজগণ

১১৩. কংগ্রেস কেন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে? (অনুধাবন)
● বাংলাকে বিভক্ত করে দুর্বল করার অভিযোগে
খ নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন বলে

ⓖ বঙ্গভঙ্গ হিন্দুদের স্বার্থে করা হয়েছিল বলে
ⓘ কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ হবে বলে

১১৪. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গকে কী বলে আখ্যায়িত করেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
● জাতীয় দুর্যোগ ⓑ কালের বিবর্তন
ⓖ বিমাতাসুলভ আচরণ ⓘ জাতীয় ঐক্যের প্রাচীর

১১৫. ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
● স্বদেশি আন্দোলনের তীব্রতা ⓑ বৈপ্লবিক আন্দোলনের তীব্রতা
ⓖ সিপাহি আন্দোলনের তীব্রতা ⓘ অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের তীব্রতা

১১৬. বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
● ১৯১১ ⓑ ১৯৪৭ ⓖ ১৯৭১ ⓘ ১৯৭৫

১১৭. রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক দরবার কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ১৯১১ ⓑ ১৯০৯ ⓖ ১৯১০ ⓘ ১৯২১

১১৮. ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দরবার অনুষ্ঠিত হয় কোথায়? (জ্ঞান)
ⓚ করাচিতে ⓑ ঢাকায় ● দিল্লিতে ⓘ বিহারে

১১৯. ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে কী সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়? (জ্ঞান)
ⓚ বঙ্গভঙ্গ আইন ⓑ মর্লি–মিন্টো সংস্কার আইন
● বঙ্গভঙ্গ রদ আইন ⓘ সূর্যাস্ত আইন

১২০. বাংলার মুসলমানদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল কোন ঘটনা? (জ্ঞান)
ⓚ হিন্দু–মুসলিম দ্বন্দ্ব ⓑ স্বদেশী আন্দোলন
ⓖ সিপাহি বিপ্লব ● বঙ্গভঙ্গ রদ

১২১. মুসলিম নেতৃবৃন্দ একে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার জঘন্য উদাহরণ বলে মন্তব্য করেন। এখানে কোনটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ পলাশীর যুদ্ধ ● বঙ্গভঙ্গ রদ
ⓖ বাঁশের কেল্লা ধ্বংসকরণ ⓘ এপ্রিল ফুল ঘটনা

১২২. মুসলিম লীগ কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯০৫ ● ১৯০৬ ⓖ ১৯১১ ⓘ ১৯১২

১২৩. কোন দলের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা প্রকাশ পায়? (জ্ঞান)
ⓚ কংগ্রেস ⓑ কৃষক–প্রজা
● মুসলিম লীগ ⓘ আওয়ামী লীগ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৪. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী ছিল– (অনুধাবন)
i. ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব
ii. সতীদাহ প্রথা বিলোপ
iii. বঙ্গভঙ্গের প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১২৫. লর্ড কার্জনের সময় কলকাতা হয়ে উঠেছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আর্থ–সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র
ii. বাংলার রাজধানী
iii. পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৬. বঙ্গভঙ্গের কারণ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. প্রশাসনিক
ii. রাজনৈতিক
iii. সামাজিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৭. ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়– (অনুধাবন)
i. আয়তনের বিশালতার কারণে প্রশাসনিক জটিলতা
ii. লর্ড কার্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য
iii. কংগ্রেসের কূটকৌশল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● i ও ii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৮ ও ১২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আরিফদের গ্রামটি বিশাল। সেখানে হিন্দু ও মুসলমানেরা পাশাপাশি দুইটি অংশে বসবাস করত। কিন্তু নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রভাব বিস্তারের জন্য তাদের গ্রামকে দুইটি গ্রামে বিভক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১২৮. আরিফদের গ্রামের ঘটনা ব্রিটিশ ভারতের কোন ঘটনা নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
● বঙ্গভঙ্গ ⓑ স্বদেশী আন্দোলন
ⓖ অসহযোগ আন্দোলন ⓘ খিলাফত আন্দোলন

১২৯. উক্ত ঘটনার প্রভাবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পরবর্তীতে উমহাদেশ ভাগ হয়ে যায়
ii. হিন্দুরা শংকিত হয়ে পড়ে
iii. হিন্দু–মুসলিম স্থায়ী শত্রুতার অবসান ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓑ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ স্বদেশী আন্দোলন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২৮

At a Glance

- স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন– কংগ্রেসের উগ্রপন্থীরা।
- স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল– ২টি।
- বাংলার নারী সমাজ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন– স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে।
- স্বদেশী আন্দোলন জাতীয়রূপ লাভে ব্যর্থ হয়– মুসলমানদের দূরে থাকার কারণে।
- বিখ্যাত টাটা কোম্পানি টাটা কারখানা স্থাপন করে– ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে।
- আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থতার কারণ হলো– বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতা।
- স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য হলো– স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩০. বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষাপটে কোন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)
● স্বদেশী আন্দোলন ⓑ স্বাধীনতা আন্দোলন
ⓖ ভারত ছাড় আন্দোলন ⓘ ফরায়েজি আন্দোলন

১৩১. বয়কট কী? (জ্ঞান)
ⓚ স্বদেশী দ্রব্য বর্জন ● বিলেতি দ্রব্য বর্জন
ⓖ বিদেশি দ্রব্য গ্রহণ ⓘ বিলেতি দ্রব্য গ্রহণ

১৩২. শুরুতে 'বয়কট' আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য কী ছিল? (অনুধাবন)
● বিলেতি পণ্য সম্ভার বর্জন ⓑ বিলেতি পণ্য গ্রহণ
ⓖ দেশি পণ্য বর্জন ⓘ বিদেশি পণ্য বর্জন

১৩৩. ব্রিটিশ শাসনামলে সংঘটিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে আধুনিক কোন বিষয়টি বিকশিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ⓑ ছাত্ররা স্কুলগামী হয়
● জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ⓘ মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা

১৩৪. কোন আন্দোলন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে? (জ্ঞান)
ⓚ স্বরাজ ⓑ খিলাফত ● স্বদেশী ⓘ বেঙ্গল প্যাক্ট

১৩৫. বয়কট আন্দোলনের প্রভাব কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বিদেশি পণ্য গ্রহণ ● স্বদেশী পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি
ⓖ বঙ্গভঙ্গ ⓘ শিক্ষার প্রসার

১৩৬. স্বদেশী আন্দোলনকে জোরালো করতে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সমিতিটির নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ অনুশীলন ● যুগান্তর ⓖ ব্রতী ⓘ সাধনা

১৩৭. স্বদেশ বান্ধব কোন স্থানের সংগঠন? (জ্ঞান)
ⓚ ঢাকার ⓑ ফরিদপুরের
● বরিশালের ⓘ ময়মনসিংহের

১৩৮. সাধনা সংগঠন কোন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ময়মনসিংহ ⓑ বরিশাল ⓖ চট্টগ্রাম ⓘ ঢাকা

১৩৯. মুকুন্দ দাস কোন ধরনের কবি? (জ্ঞান)
● চারণ কবি ⓑ গীতিকার ⓖ রম্য কবি ⓘ কথাশিল্পী

১৪০. কে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপক গান গেয়ে জনগণের মনে আবেগ সৃষ্টি করেন? (জ্ঞান)
ক ডি. এ কে রায় খ রজনীকান্ত সেন
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ● মুকুন্দ দাস

১৪১. বাংলার নারীসমাজ কখন সর্বপ্রথম রাজনীতিতে যোগ দেয়? (জ্ঞান)
● স্বদেশি আন্দোলনের সময় খ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়
গ ভাষা আন্দোলনের সময় ঘ বৈপ্লবিক আন্দোলনের সময়

১৪২. মুসলমান সমাজ কেন স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে থাকে? (অনুধাবন)
● এতে হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব থাকায়
খ এ আন্দোলনের নেতারা হিন্দু হওয়ায়
গ এ আন্দোলনের দ্বারা হিন্দুরা বেশি লাভবান হবে বলে
ঘ এ আন্দোলন মুসলমানদের উপকারে আসবে না বলে

১৪৩. কেন বাংলার জমিদারশ্রেণি স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে ছিল? (অনুধাবন)
ক জমিদারের জমিদারির স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য
● জমিদারের শোষণনীতি বজায় রাখার জন্য
গ জমিদারের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য
ঘ জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর শক্তি বাড়ানোর জন্য

১৪৪. স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় রূ প লাভে ব্যর্থ হয় কেন? (অনুধাবন)
ক গৃহকোন্দলের কারণে খ সশস্ত্র আন্দোলনে রূ প নেয় বলে
গ জনস্বার্থ বিরোধী বলে ● মুসলমান সমাজ দূরে থাকার কারণে

১৪৫. স্বদেশী আন্দোলন থেকে জনগণ দূরে সরে যায় কেন? (অনুধাবন)
● সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয় বলে
খ সফলতার দ্বারে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় বলে
গ মুসলিম সমাজ দূরে থাকে বলে
ঘ পুলিশের অত্যাচারের কারণে

১৪৬. টাটা কোম্পানি কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯০৮ ● ১৯১০ গ ১৯১২ ঘ ১৯১৪

১৪৭. আমাদের জাতীয় সংগীতের লেখক কে? (জ্ঞান)
● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ রজনীকান্ত সেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৮. তারেক ব্রিটিশ পণ্য বর্জনকারী একটি আন্দোলনের কথা বলেন। উক্ত আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যতা রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. বয়কট আন্দোলনের
ii. স্বদেশী আন্দোলনের
iii. ফরায়েজি আন্দোলনের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৯. বয়কট আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিলেতি পণ্য সম্ভার বর্জন ii. বিলেতি শিক্ষা বর্জন
iii. বিলেতি প্রশাসন বর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫০. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. জাতীয় স্বার্থে সাহিত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা
ii. কারিগরি শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা
iii. ইংরেজি মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫১. স্বদেশী আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন যারা– (অনুধাবন)
i. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ii. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
iii. রজনীকান্ত সেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫২. স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে যেসব পত্রিকা অবদান রাখেন– (অনুধাবন)
i. বেঙ্গালী ii. সঞ্জীবনী
iii. যুগান্তর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৫৩. মাহমুদ সাহেব বলেন যে, একটি আন্দোলনের কারণেই বিখ্যাত টাটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বলা হয়েছে– (প্রয়োগ)
i. স্বদেশী আন্দোলনের কথা
ii. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কথা
iii. ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. স্বদেশী আন্দোলনের ফলে উপমহাদেশে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়
ii. স্বাধীনতা বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়
iii. আন্দোলনে ছাত্র সমাজ যুক্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৫ ও ১৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুমি সবক্ষেত্রেই দেশীয় পণ্যের প্রাধান্য দেয়। সে নিজে সর্বদা দেশীয় পণ্য ব্যবহার করে। একদিন সে বাজার থেকে মোটা তাঁতের শাড়ি কিনে আনল। এ অবস্থা দেখে তার অশীতিপর বৃদ্ধা দাদীর ব্রিটিশ ভারতের এক আন্দোলনের কথা মনে পড়ে যায়।

১৫৫. সুমির দাদীর কোন আন্দোলনের কথা মনে পড়ে? (প্রয়োগ)
ক স্বরাজ খ বঙ্গভঙ্গ ● স্বদেশী ঘ খিলাফত

১৫৬. উক্ত আন্দোলনের নেতিবাচক প্রভাব– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ বিভাগ
ii. হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা
iii. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আবু মিয়া বিদেশি পণ্য বর্জন করে চলেন। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের জন্যও দেশি ভালো মানের পণ্য ক্রয় করেন। আবু মিয়া মনে করেন এটি তার দেশের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

১৫৭. আবু মিয়া বিশ শতকের প্রথম ভাগের কোন আন্দোলনে অনুপ্রাণিত? (প্রয়োগ)
ক বঙ্গভঙ্গ খ বঙ্গভঙ্গ রদ
গ অসহযোগ আন্দোলন ● স্বদেশী আন্দোলন

১৫৮. উক্ত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সরকারের দমননীতির কারণে
ii. পুলিশি অত্যাচারের কারণে
iii. মুসলমানরা অংশগ্রহণ না করায়
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৩০

At a Glance

- হিন্দু–মুসলিম মিলিত সংগ্রামের নাম– খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন।
- খিলাফতের ইশতিহার প্রকাশ করা হয়– ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড স্মরণে সভা হয়– ১৩ এপ্রিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।
- অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডকেই বলা হয়– জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।
- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তার নাইট উপাধি বর্জন করেন– জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে।
- অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন– মহাত্মা গান্ধী।
- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল মহাত্মা গান্ধী হরতাল পালন করেন– রাওলাট আইন পালন করার কারণে।
- কোনো পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার এবং সাব্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেয়া হয়– রাওলাট আইনের মাধ্যমে।
- হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়–

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ।

- অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানেরা প্রথমবারের মতো– ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৯. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক কোন পক্ষে যোগ দেয়? (জ্ঞান)
ক ইংল্যান্ডের পক্ষে ● জার্মানির পক্ষে
গ রাশিয়ার পক্ষে ঘ জাপানের পক্ষে

১৬০. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা কোন সরকারকে সমর্থন দিয়েছে? (জ্ঞান)
● ব্রিটিশ খ জার্মানি গ জাপান ঘ ইতালি

১৬১. সেভার্সের চুক্তি স্বাবরিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯১৯ ● ১৯২০ গ ১৯২১ ঘ ১৯২২

১৬২. কেন ভারতীয় মুসলমানেরা খিলাফত আন্দোলন গড়ে তোলে? (জ্ঞান)
● তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রৰা করার জন্য
খ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রৰা করার জন্য
গ জার্মান সাম্রাজ্যকে রৰা করার জন্য
ঘ ভারত সাম্রাজ্যকে রৰা করার জন্য

১৬৩. মাওলানা মোহাম্মদ আলী কিসের নেতা ছিলেন? (জ্ঞান)
ক কংগ্রেসের খ প্রজা পার্টির
● খিলাফত কমিটির ঘ অসহযোগ আন্দোলনের

১৬৪. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মরণে সভা হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯১০ ● ১৯২০ গ ১৯৩০ ঘ ১৯৪০

১৬৫. ভারতবাসী কেন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন? (অনুধাবন)
● ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকে রৰা পেতে
খ ব্রিটিশ পণ্যের ব্যবহার করতে
গ ইংরেজি ভাষার ব্যবহার বন্ধ করতে
ঘ ব্রিটিশদের সেনাবাহিনী ধ্বংস করতে

১৬৬. ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কোন আইন পাস হয়? (জ্ঞান)
ক সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন খ বঙ্গভঙ্গ রদ আইন
● রাওলাট আইন ঘ বাল্যবিবাহ আইন

১৬৭. কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে গ্রেফতার ও সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশকে প্রদান করে কোন আইন? (জ্ঞান)
ক মন্টেগু–চেমসফোর্ড আইন ● রাওলাট আইন
গ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ঘ বাংলা আইন

১৬৮. অসহযোগ আন্দোলন চালু হয় কোন আইনের প্রতিবাদস্বরূ প? (জ্ঞান)
● রাওলাট আইন খ মন্টেগু–চেমসফোর্ড আইন
গ মর্লি–মিন্টো আইন ঘ ভারত শাসন আইন

১৬৯. অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধী কত খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেন? (জ্ঞান)
● ১৯১৭ খ ১৯১৮ গ ১৯১৬ ঘ ১৯১৫

১৭০. কোন হত্যাকাণ্ডকে 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে অভিহিত করা হয়? (জ্ঞান)
ক মিরাটের খ জৌনপুরের ● অমৃতসরের ঘ কাংড়ার

১৭১. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মহাত্মা গান্ধী খ এ্যানি বেসান্ত
গ চিত্তরঞ্জন দাশ ● জেনারেল ডায়ার

১৭২. 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন? (জ্ঞান)
ক কাজী নজরুল ইসলাম ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ মহাত্মা গান্ধী ঘ এ. কে. ফজলুল হক

১৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন কেন? (জ্ঞান)
ক ব্রিটিশ সরকার তাকে অসম্মানিত করায়
খ ব্রিটিশ সরকার উপঢৌকন না দেওয়ায়
● জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়
ঘ ইংরেজি ভাষা তিনি পছন্দ করতেন না বলে

১৭৪. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে মিল কোনটি? (অনুধাবন)
ক এটি সাম্যের আন্দোলন ● এটি সর্বভারতীয় আন্দোলন
গ কংগ্রেস সমর্থিত আন্দোলন ঘ মুসলিম লীগ সমর্থিত আন্দোলন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৫. খিলাফত আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার কারণ ছিল– (অনুধাবন)
i. তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রৰা
ii. অটোমান সাম্রাজ্যকে রৰা
iii. রোমান সাম্রাজ্যকে রৰা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৬. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হয়– (অনুধাবন)
i. সেভার্সের চুক্তি দ্বারা
ii. ভার্সাই চুক্তি দ্বারা
iii. বার্লিন চুক্তি দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১৭৭. ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিলাভের পর মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে সংবর্ধনা জানানো হয়– (অনুধাবন)
i. বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে
ii. আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে
iii. নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● i ও ii ঘ ii ও iii

১৭৮. ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন, কেননা– (অনুধাবন)
i. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি
ii. ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক রাওলাট আইন প্রবর্তন
iii. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

১৭৯. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম গুরবত্ব হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব
ii. হিন্দু–মুসলিম ঐক্য
iii. রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-১৩২

At a Glance

- ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য বোমাহামলা চালায়– ক্ষুধিরাম।
- বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা করেন– ক্ষুধিরাম।
- ঢাকার অনুশীলন কমিটির প্রধান সংগঠক ছিলেন– পুলিন বিহারী দাস।
- বিপরবী রাসবিহারী বোমা হামলা চালান– লর্ড হার্ডিংকে হত্যা জন্য।
- মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরব করে– ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে।
- 'চিটাগাং রিপাবলিক আর্মি' গঠন করেন– মাস্টারদা সূর্যসেন।
- পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেন– প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
- 'স্বাধীন চট্টগ্রাম সরকার' গঠন করেন– মাস্টারদা সূর্যসেন।
- চট্টগ্রামে সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন– সূর্যসেন।
- ইংরেজ সরকার ও বিপরবীদের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংগঠিত হয়– জালালাবাদ পাহাড়ে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮০. সশস্ত্র বিপরবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? (উচ্চতর দবতা)
ক ইংরেজদের হত্যা ● স্বাধীনতা অর্জন
গ বিপরবী হওয়া ঘ ৰমতা গ্রহণ

১৮১. বাংলায় কত খ্রিস্টাব্দে থেকে কত খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন চলে? (জ্ঞান)
● ১৯১১–১৯৩০ খ ১৯৩০–১৯৪৫
গ ১৯৪০–১৯৫২ ঘ ১৯৫০–১৯৮০

১৮২. কিংসফোর্ড কে ছিলেন? (জ্ঞান)

ক ভাইসরয় খ গভর্নর ● ম্যাজিস্ট্রেট ঘ সচিব

১৮৩. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল কোনটির? (জ্ঞান)
● অনুশীলন সমিতির খ যুগান্তর পার্টির
গ মুসলিম লীগের ঘ কংগ্রেসের

১৮৪. ঢাকায় গড়ে ওঠা গুপ্ত সমিতি 'অনুশীলন'–এর নেতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক ক্ষুদিরাম রায় ● পুলিন বিহারী দাশ
গ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ঘ মাস্টার দা সূর্যসেন

১৮৫. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন কে? (জ্ঞান)
● ব্যামফিল্ড ফুলার খ এন্ড্রু ফ্রেজার
গ কিংসফোর্ড ঘ লর্ড মিন্টো

১৮৬. কেন বিপ্লবী নেতা ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়া হয়? (অনুধাবন)
ক সরকারের কোষাগার লুণ্ঠন করায়
● কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করায়
গ ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলায়
ঘ জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায়

১৮৭. কারা কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে? (জ্ঞান)
ক ক্ষুদিরাম ও বলরাম দাস খ প্রফুল্ল চাকি ও সূর্যসেন
● ক্ষুদিরাম ও প্রফুল-চাকি ঘ সূর্যসেন ও বলরাম দাস

১৮৮. ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন কী ধরনের আন্দোলন ছিল? (জ্ঞান)
ক স্বাধীনতা আন্দোলন খ সাম্যবাদী আন্দোলন
● সন্ত্রাসী আন্দোলন ঘ খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

১৮৯. কত খ্রিষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯১০ খ ১৯১২ ● ১৯২২ ঘ ১৯৩২

১৯০. 'লাল বাংলা' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করে কারা? (জ্ঞান)
ক ইংরেজরা খ স্বদেশীরা
● বিপ্লবীরা ঘ সরকারি কর্মচারী

১৯১. কেন বিপ্লবীরা 'লালবাংলা' প্রচারপত্র প্রকাশ করেন? (অনুধাবন)
● পুলিশ সদস্যদের হত্যার আহ্বানে
খ জমিদারদের হত্যার আহ্বানে
গ লর্ড হার্ডিংকে হত্যার আহ্বানে
ঘ সেনাবাহিনীদের হত্যার আহ্বানে

১৯২. ইংরেজ সরকার কত খ্রিষ্টাব্দে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করেন? (জ্ঞান)
● ১৯২৪ খ ১৯২৫ গ ১৯২৬ ঘ ১৯২৭

১৯৩. আতিকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলে গিয়ে মনে পড়ে একটি বিশেষ আন্দোলনের কথা। আতিকের কোন আন্দোলনের কথা মনে পড়ে? (প্রয়োগ)
● সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন খ নিরস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন
গ আলীগড় আন্দোলন ঘ নারকেলবাড়িয়ার আন্দোলন

১৯৪. মাস্টার দা সূর্যসেনের অন্যতম কৃতিত্ব কোনটি? (জ্ঞান)
● সাংগঠনিক দক্ষতা খ সাম্রাজ্যবিজয়
গ উদারনৈতিক মনোভাব ঘ ডাক বিভাগের উন্নয়ন

১৯৫. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিলেন কে? (জ্ঞান)
ক ক্ষুদিরাম খ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
গ ভূপেন চন্দ্র রায় ● মাস্টারদা সূর্যসেন

১৯৬. কোন বিপ্লবী নেতা চট্টগ্রামে স্বাধীন সরকার গঠন করেন? (জ্ঞান)
ক প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ● মাস্টারদা সূর্যসেন
গ ক্ষুদিরাম ঘ নরেন গুপ্ত

১৯৭. মাস্টারদা সূর্যসেন গ্রেপ্তার হন কখন? (জ্ঞান)
ক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ● ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে

১৯৮. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● বিপ্লবী নারী খ সমাজবাদী কর্মী
গ একজন সাংবাদিক ঘ একজন গণিতবিদ

১৯৯. প্রীতিলতাকে কোন স্থান আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়? (অনুধাবন)
● পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব খ পাহাড়তলী সুপার স্টার ক্লাব
গ পাহাড়তলী সানমুন ক্লাব ঘ পাহাড়তলী ফাইভ স্টার ক্লাব

২০০. রাইটার্স বিল্ডিং কোথায়? (জ্ঞান)
ক ইংল্যান্ডে খ আমেরিকায় গ ঢাকায় ● কলকাতায়

২০১. সশস্ত্র বিপ্লব থেমে যাওয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক হিন্দুরা এ আন্দোলন সমর্থন না করায়
খ অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় কঠিন হয়ে পড়ায়
গ প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের অভাবে
● সরকারি কঠোর দমননীতির কারণে

২০২. কমিউনিজমের আবির্ভাব বাংলায় কী প্রভাব ফেলেছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক স্বরাজ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল
খ বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল
গ গোপন সমিতির প্রচারণা বেড়েছিল
● বিপ্লবীরা কমিউনিজমে আকৃষ্ট হয়েছিল

২০৩. বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এর দূরবর্তী ফল কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে খ বঙ্গভঙ্গ রদে
গ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা ● স্বাধীন ভারতবর্ষ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৪. ইংরেজ সরকার গোপীনাথকে ফাঁসি দেয়– (অনুধাবন)
i. একজন ইংরেজকে হত্যা করায়
ii. কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে হত্যা করায়
iii. একজন ব্রিটিশকে হত্যা করায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৫. রাসেল চট্টগ্রামকে মুক্ত করার জন্য কিছু বিপ্লবী নেতার কথা বলেন। তারা হলেন– (প্রয়োগ)
i. মাস্টার দা সূর্যসেন ii. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
iii. যতীনাথ মুখোপাধ্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৬. ১৯৩০–এর দশকের শেষ দিকে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে– (অনুধাবন)
i. সূর্যসেনের ফাঁসি ii. প্রচণ্ড সরকারি চাপ
iii. বিপ্লবীদের মন–মানসিকতার পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৭. সশস্ত্র আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. গণবিচ্ছিন্নতা
ii. অর্থের যোগান
iii. জনগণের ধারণার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০৮ ও ২০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিস সুসান ব্রাউন তার দেশ থেকে বিদেশি শাসকদের উৎখাতের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীতে যোগদান করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মিস সুসান বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

২০৮. মিস সুসান কোন বাঙালি নারী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়? (প্রয়োগ)
ক বেগম রোকেয়া ● প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
গ কল্পনা দাও ঘ বদরুন্নেসা

২০৯. উক্ত নারী ও তার বিপ্লবী বাহিনীর পরাজয়ের কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. গণবিচ্ছিন্নতা
ii. স্বার্থপরতা
iii. গোপনীয়তা
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ স্বরাজ ও বেঙ্গল প্যাক্ট ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৩৫

At a Glance

- মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে– ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে।
- ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে সি.আর. দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয়– স্বরাজ পার্টি।

- হিন্দু–মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন– চিত্তরঞ্জন দাস।
- স্বরাজ পার্টি শক্তিশালী হয়– মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থনে।
- হিন্দু–মুসলিম সমস্যা দূর করতে যে চুক্তি সই হয় ইতিহাসে তা– বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।
- প্যাক্ট চুক্তি স্বাবরের মূল শর্তই ছিল– মুসলমানদের সুবিধা দেয়া।
- বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি স্বাবরিত হয়– ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।
- চিত্তরঞ্জন দাস মৃত্যুবরণ করেন– ১৬ জুন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে।
- হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা আরম্ভ হয়– ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১০. ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন কে? (জ্ঞান)
ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ এ. কে. ফজলুল হক
● মহাত্মা গান্ধী ঘ মতিলাল নেহরব

২১১. স্বরাজ দলের নেতা ছিলেন কে? (জ্ঞান)
ক মহাত্মা গান্ধী খ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
● চিত্তরঞ্জন দাস ঘ এ. কে. ফজলুল হক

২১২. কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যারা স্বরাজ পার্টির সমর্থক ছিলেন তাদেরকে বলা হতো– (জ্ঞান)
ক অপরিবর্তনপন্থী ● পরিবর্তনপন্থী
গ বামপন্থী ঘ ডানপন্থী

২১৩. স্বরাজ দলের উলেরখযোগ্য কর্মসূচি কয়টি? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩ ● ৪ ঘ ৫

২১৪. চিত্তরঞ্জন দাস কেন বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি সম্পাদন করেন? (জ্ঞান)
ক হিন্দুদের প্রাধান্য সৃষ্টি করার জন্য
খ মুসলমানদের প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য
● হিন্দু–মুসলিম সমস্যা দূরীকরণের জন্য
ঘ কংগ্রেসের প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য

২১৫. চিত্তরঞ্জন দাসের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল কোনটি? (উচ্চতর দরতা)
● বাস্তববাদী খ পরনির্ভরতা গ রাজভক্তি ঘ কল্পনাশ্রয়ী

২১৬. বাংলা চুক্তি সম্পাদিত হয় কাদের মধ্যে? (জ্ঞান)
● হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে খ মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে
গ খ্রিস্টান ও হিন্দুদের মধ্যে ঘ বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে

২১৭. স্বরাজ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কোনটি? (উচ্চতর দরতা)
ক সাম্প্রদায়িক চেতনা ● অসাম্প্রদায়িক চেতনা
গ ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ঘ স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব

২১৮. বেঙ্গল প্যাক্ট কত খ্রিস্টাব্দে স্বাবরিত হয়? (জ্ঞান)
● ১৯২৩ খ ১৯২৪ গ ১৯২৫ ঘ ১৯২৬

২১৯. বেঙ্গল প্যাক্টে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার মূল শর্ত ছিল কতটি? (জ্ঞান)
● ৫ খ ৬ গ ৭ ঘ ৮

২২০. বেঙ্গল প্যাক্ট অনুসারে সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা কত ভাগ চাকরি সংরবিত থাকবে? (জ্ঞান)
ক ২৫ খ ৩৫ গ ৪৫ ● ৫৫

২২১. স্বরাজ পার্টির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)
● ১৯২৫ খ ১৯২৬ গ ১৯২৭ ঘ ১৯২৮

২২২. কলকাতায় কত খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরব হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯২৫ ● ১৯২৬ গ ১৯২৭ ঘ ১৯২৮

২২৩. বাংলা চুক্তির অবসানের পেছনে মূল কারণ কী? (অনুধাবন)
● হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতি বিনষ্ট
খ চিত্তরঞ্জন দাসের বিরোধিতা
গ স্বরাজ দলের নেতিবাচক মনোভাব
ঘ ব্রিটিশদের দমননীতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৪. স্বরাজ পার্টি মুসলমানদের সমর্থন লাভ করে– (অনুধাবন)
i. চিত্তরঞ্জন দাসের উদারনৈতিক মনোভাবের ফলে
ii. চিত্তরঞ্জন দাসের অসাম্প্রদায়িক চেতনার ফলে
iii. চিত্তরঞ্জন দাসের স্বার্থলোলুপতার ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৫. বেঙ্গল প্যাক্ট এর অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে– (উচ্চতর দরতা)
i. মুসলমানদের সমস্যার সমাধান
ii. হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গার অবসান
iii. হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৬. স্বরাজ দল বাংলায় আইন পরিষদে মুসলমান সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে— (অনুধাবন)
i. হিন্দু–মুসলিম ঐক্য স্থাপনের জন্য
ii. দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা সচল করার জন্য
iii. ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালানোর জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i, ii ও iii

২২৭. মাসুদ বলেন, একটি চুক্তির মাধ্যমে মসজিদের সামনে গান বাজনাসহ সকল ধরনের মিটিং, মিছিলকে নিষিদ্ধ করা হয়। চুক্তিটি হলো– (প্রয়োগ)
i. বেঙ্গল প্যাক্ট
ii. চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি
iii. ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বরের চুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৮. বেঙ্গল প্যাক্টের অবসান ঘটে– (অনুধাবন)
i. রবণশীল হিন্দুদের বিরোধিতায়
ii. গোঁড়া মুসলমানদের বিরোধিতায়
iii. গোঁড়া ক্যাথলিকদের বিরোধিতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৯ ও ২৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু–মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সরম হয়েছিলেন স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। এই সমস্যা দূর করার জন্য এই দূরদর্শী বাস্তববাদী নেতা একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। সেই সময়ে এই চুক্তিটি বাংলার ইতিহাসের প্রধান ঘটনা হিসেবে আলোচিত ছিল।

২২৯. অনুচ্ছেদে নির্দেশিত চুক্তি কোনটি? (প্রয়োগ)
● বেঙ্গল প্যাক্ট খ শান্তিচুক্তি গ সম্প্রীতি চুক্তি ঘ ধর্মচুক্তি

২৩০. চিত্তরঞ্জন দাসের অনুচ্ছেদে উলিরখিত প্রচেষ্টার ফলে– (উচ্চতর দরতা)
i. হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়
ii. ভারত বিভক্ত হয়ে পড়ে
iii. স্বরাজ দল মুসলমানদের আস্থাভাজন হয়
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৩৭

At a Glance

- মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে উত্থাপন করেন– ১৪ দফা।
- 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন– ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড।
- দ্বিজাতী তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণার কথা উলেরখ করেন– কবি আলরামা ইকবাল।
- লাহোর প্রস্তাব পাস হয়– ২৩ মার্চ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে।
- লাহোর প্রস্তাব পরিচিতি লাভ করে– পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে।
- লাহোর প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন– জহরলাল নেহেরব।
- পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন– শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।
- বাঙালীরা 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে– লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে।
- ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে উত্থাপি দিলরী প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩১. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কত খ্রিস্টাব্দে তার ১৪ দফা উত্থাপন করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯২৮ ● ১৯২৯ গ ১৯৩০ ঘ ১৯৩১

২৩২. কত খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৩০ খ ১৯৩৫ গ ১৯২৮ ঘ ১৯২৫

২৩৩. ১৯৩০–৩২ খ্রিস্টাব্দে পরপর তিনটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কোথায়? (জ্ঞান)
ক কলকাতায় খ ঢাকায়
● লন্ডনে ঘ ফ্রান্সে

২৩৪. কোন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)
● রামজে ম্যাকডোনাল্ড খ লর্ড পামার স্টোন
গ গর্ডন ব্রাউন ঘ উইন্সটন চার্চিল

২৩৫. সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ কোনটিকে প্রাধান্য দেয়? (অনুধাবন)
ক জাতিগত বৈষম্যের ● সম্প্রদায়গত সুবিধার
গ দলগত অবস্থানের ঘ ব্যক্তিস্বার্থের

২৩৬. কোন ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
ক বেঙ্গল প্যাক্ট খ নেহেরু রিপোর্ট
গ সাইমন রিপোর্ট ● সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ

২৩৭. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? (অনুধাবন)
● ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন
খ কেন্দ্রের শাসনকার্য সংরক্ষণ
গ কেন্দ্রের দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠা
ঘ গভর্নর কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ গঠন

২৩৮. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলোতে কোন জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়? (জ্ঞান)
ক দ্বৈতশাসন ● স্বায়ত্তশাসন
গ একদলীয় শাসন ঘ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন

২৩৯. কত খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৩৪ ● ১৯৩৫ গ ১৯৩৬ ঘ ১৯৩৭

২৪০. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের কোন দিকটি সমর্থন করেন? (অনুধাবন)
● স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের বৈশিষ্ট্য খ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা
গ গভর্নরের ভেটো দানের ক্ষমতা ঘ প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা

২৪১. ভারত শাসন আইনের ফলে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় কোনটি? (জ্ঞান)
● প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন খ প্রদেশগুলোতে দ্বৈত শাসন
গ জাতীয় নির্বাচন ঘ জিন্নাহর চৌদ্দ দফা ও নেহেরু রিপোর্ট

২৪২. মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেন কে? (অনুধাবন)
ক আলরামা শাওকত আলী ● আলরামা ইকবাল
গ আলরামা তাজুল ইসলাম ঘ আলরামা মোহাম্মদ আলী

২৪৩. পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূ পরেখা অঙ্কন করেন কে? (জ্ঞান)
● চৌধুরী রহমত আলী খ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ জেনারেল নিয়াজী ঘ আলরামা ইকবাল

২৪৪. লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখ? (জ্ঞান)
ক ৭ মার্চ ● ২৩ মার্চ গ ২৬ মার্চ ঘ ২৯ মার্চ

২৪৫. ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করেন? (জ্ঞান)
● মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ মওলানা ভাসানী
গ আবুল কাশেম ফজলুল হক ঘ জওহর লাল নেহেরু

২৪৬. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক শেখ মুজিব ● ফজলুল হক
গ মহাত্মা গান্ধী ঘ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

২৪৭. লাহোর প্রস্তাবের প্রধান ধারা কয়টি? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩ ● ৪ ঘ ৫

২৪৮. লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি লাভ করে কেন? (অনুধাবন)
ক লাহোর প্রস্তাবের ধারায় পাকিস্তানের কথা প্রকাশ করে
● বিভিন্ন পত্রপত্রিকা একে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রচার করে
গ ব্রিটিশরা একে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করে
ঘ কংগ্রেস একে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করে

২৪৯. লাহোর প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন কে? (জ্ঞান)
ক মহাত্মা গান্ধী খ পুলিন বিহারী দাশ
● জওহরলাল নেহেরু ঘ নবাব সলিমুল্লাহ

২৫০. লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম গুরুত্ব কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা
খ হিন্দুদের প্রতি আপোষমূলক মনোভাব
গ ব্রিটিশদের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন
ঘ ইংরেজদের ক্ষমতাকে সুসংহতকরণ

২৫১. 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' প্রবক্তা কে? (জ্ঞান)
● মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ জওহরলাল নেহেরু
গ মহাত্মা গান্ধী ঘ এ কে ফজলুল হক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫২. রাজনৈতিক জীবনে প্রথমে জিন্নাহ ছিলেন– (অনুধাবন)
i. জাতীয়তাবাদী নেতা
ii. রক্ষণশীল নেতা
iii. হিন্দু–মুসলিম মিলনের অগ্রদূত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৩. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয়েছিল– (অনুধাবন)
i. সাইমন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে
ii. গোলটেবিল বৈঠকের সুপারিশের ভিত্তিতে
iii. ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছানুযায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● i ও ii

২৫৪. লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভারত উপমহাদেশের উত্তর–পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন
ii. জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস ও বঙ্গীয় মহাজনী আইন প্রবর্তন
iii. ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র গঠন ও ইসলামি বিপ্লবীদের মুক্তি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

২৫৫. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আঞ্চলিক স্বাধিকার
ii. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার
iii. সার্বভৌমত্ব অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৬. '?' চিহ্নিত স্থানে যথাযথ উত্তরটি হবে– (অনুধাবন)

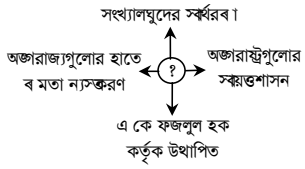

i. লাহোর প্রস্তাব
ii. ঢাকা প্রস্তাব
iii. ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চের প্রস্তাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫৭, ২৫৮ ও ২৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. টমাস উইনসন ছিলেন একজন অদূরদর্শী রাজনীতিবিদ। খ্রিস্টান ধর্মের মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের স্বার্থের জন্য দলীয় অধিবেশনে তিনি একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাবটি তার দেশের রাজনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

২৫৭. মি. উইনসনের উত্থাপিত প্রস্তাব শেরে বাংলা একে ফজলুল হক উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের সাথে সংগতিপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ক পাকিস্তান প্রস্তাব ● লাহোর প্রস্তাব
গ গোলটেবিল প্রস্তাব ঘ কংগ্রেস প্রস্তাব

২৫৮. উক্ত প্রস্তাব দেওয়া হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে
ii. অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে
iii. মুসলমানদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৯. উক্ত প্রস্তাবের পরিণতিতে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. হিন্দু সমাজ খুশি হয়
ii. মুসলমানরা নিজেদের আলাদা জাতি হিসেবে ভাবতে শেখে
iii. ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি (১৯৩৭-১৯৪৭) খ্রিষ্টাব্দ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৩৯

At a Glance

- নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির উদ্দেশ্য ছিল– কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা।
- কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন– শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।
- ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে– ৩০ লক্ষাধিক লোক।
- পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- 'বসু সোহরাওয়ার্দী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়– ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে।
- বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- মুক্ত বাংলার প্রস্তাব করেন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেন– আবুল হাশিম।
- পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়– ১৪ আগস্ট ১৯৪৭।
- 'বসু সোহরাওয়ার্দী' চুক্তিতে ছিল– অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬০. চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯০০ খ ১৯১০ গ ১৯২০ ● ১৯২৫

২৬১. ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কেন? (অনুধাবন)
● কলকাতা দাঙ্গা খ স্বদেশী আন্দোলন
গ চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু ঘ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

২৬২. ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের পর 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? (প্রয়োগ)
ক রাজনীতিতে নতুন ধারা প্রবর্তন
খ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন
গ ব্রিটিশ শোষণ থেকে বঙ্গকে বাঁচানো
● বাংলার কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন

২৬৩. কৃষক প্রজা পার্টি কে গঠন করেন? (জ্ঞান)
ক শেখ মুজিবুর রহমান খ সুভাস বসু
● এ কে ফজলুল হক ঘ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

২৬৪. মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার মূল কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● কৌশলগত রাজনৈতিক চাল খ সমঝোতার মনোভাব
গ ফজলুল হকের প্রতি দৃঢ় আস্থা ঘ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন

২৬৫. একে ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
● ১৯৪১ খ ১৯৪২ গ ১৯৪৩ ঘ ১৯৪৪

২৬৬. বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯০৫ ● ১৯৪৩ গ ১৯৪৫ ঘ ১৯৪৭

২৬৭. নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৪০ ● ১৯৪৩ গ ১৯৪৫ ঘ ১৯৪৭

২৬৮. বাংলায় ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে কত লোকের মৃত্যু হয়? (জ্ঞান)
ক ২১ লক্ষ খ ২৭ লক্ষ ● ৩০ লক্ষ ঘ ৩৪ লক্ষ

২৬৯. ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন ও নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম লীগ কতটি উপদলে বিভক্ত হয়? (অনুধাবন)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২৭০. নির্বাচনে মুসলিম লীগ কতটি আসনে জয়লাভ করে? (জ্ঞান)
ক ১০৫ খ ১১০ ● ১১৪ ঘ ১১৫

২৭১. সোহরাওয়ার্দী কত খ্রিষ্টাব্দে মন্ত্রিসভা গঠন করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৩ খ ১৯৪৪ গ ১৯৪৫ ● ১৯৪৬

২৭২. হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপ নেয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
● ১৯৪৭ খ ১৯৪৮ গ ১৯৪৯ ঘ ১৯৫০

২৭৩. কোন ব্যক্তি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন? (জ্ঞান)
ক শরৎচন্দ্র বসু খ যতীন্দ্রনাথ বসু
গ মালাধর বসু ● হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২৭৪. অখণ্ড বাংলাকে কে 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান? (জ্ঞান)
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ● শরৎচন্দ্র বসু
গ রামমোহন রায় ঘ মুকুন্দরাম

২৭৫. বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
● ১৯৪৭ খ ১৯৪৮ গ ১৯৪৯ ঘ ১৯৫০

২৭৬. বসু–সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব কত খ্রিষ্টাব্দে উপস্থাপন করা হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৪৭ খ ১৯৪৫ গ ১৯৪৬ ঘ ১৯৪৩

২৭৭. কেন বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? (জ্ঞান)
ক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করার জন্য
খ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত, করার জন্য
● অখণ্ড স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠনের জন্য
ঘ অখণ্ড স্বাধীন ও সার্বভৌম আসাম রাষ্ট্র গঠনের জন্য

২৭৮. বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি? (জ্ঞান)
ক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা ● সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠা
গ হিন্দুস্থান নামক রাষ্ট্রের সূচনা ঘ কেরালা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

২৭৯. বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তিতে সংবিধান প্রণয়নের জন্য কত সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ থাকবে? (জ্ঞান)
ক ২০ ● ৩০ গ ৪০ ঘ ৫০

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮০. ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ
ii. মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের খাদ্য গুদামজাত
iii. নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভার অদূরদর্শিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮১. বসু–সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবের বিষয় ছিল– (অনুধাবন)
i. বাংলার অখণ্ডতা বজায় রাখা
ii. বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা
iii. হিন্দু–মুসলিম সম্প্রীতি হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮২. অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের অন্যতম প্রকৃতি হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. গণপরিষদ গঠন
ii. অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন
iii. ব্রিটিশদের বিতাড়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৩. কংগ্রেস অখণ্ড বাংলা গঠনের বিরোধিতা করে– (অনুধাবন)
i. কলকাতার অধিকার বজায় রাখতে
ii. আসামের অধিকার বজায় রাখতে
iii. পাঞ্জাবের অধিকার বজায় রাখতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৪. অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব ব্যর্থ হয়– (অনুধাবন)
i. কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতার ফলে
ii. মুসলিম লীগ নেতাদের বিরোধিতার ফলে
iii. গোঁড়াপন্থী নেতাদের বিরোধিতার ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ব্রিটিশ শাসন অবসান ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৪২

At a Glance

- 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দেন– মহাত্মা গান্ধী।
- অহিংস আন্দোলন সহিংসতায় রূ প নেয়– কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের ঘটনায়।
- পুলিশের গুলি সত্ত্বেও জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধীরে রেখে শহিদ হন– মাতঙ্গিনী হাজরা।
- 'আজাদ হিন্দু ফৌজ' এর নেতৃত্ব দিয়েছেন– নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু।
- সুভাষ বসু প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দু সরকার ছিল– অসাম্প্রদায়িক।
- ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল– শ্রমিক দল।
- ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়– ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি।
- পাকিস্তান প্রস্তাব বিষয়ে ভূমিকা রেখেছিলেন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- সীমানা নির্ধারণ কমিটির নেতৃত্ব দেন– র‍্যাডক্লিফ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮৫. ক্রিপস মিশন কত খ্রিষ্টাব্দে প্রত্যাখ্যাত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৭ খ ১৯৪৩ ● ১৯৪২ ঘ ১৯৪৬

২৮৬. 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কত খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৪২ খ ১৯৪৫ গ ১৯৪০ ঘ ১৯৩৯

২৮৭. করমচাঁদ মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম কৃতিত্ব ছিল কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ● ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব
গ রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন ঘ ডাক বিভাগের সংস্কার

২৮৮. 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দেন কে? (জ্ঞান)
ক জওহরলাল নেহেরু ● মহাত্মা গান্ধী
গ রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘ মোহাম্মদ আলী

২৮৯. কোন বৃদ্ধা পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়েও জাতীয় পতাকা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে রাখেন? (জ্ঞান)
ক জামীজিনী হাজরা ● মতঙ্গীনি হাজরা
গ রোহাঙ্গীনি হাজরা ঘ মরোঙ্গীনি হাজরা

২৯০. ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় কেন? (অনুধাবন)
● মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের জন্য খ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য
গ ভারত ছাড় আন্দোলনের জন্য ঘ বাংলা চুক্তির জন্য

২৯১. INA এর পূর্ণ কী? (জ্ঞান)
● Indian National Army খ Indian National Agency
গ Indian Native Army ঘ Inian Nationalist Agency

২৯২. আজাদ হিন্দু ফৌজের নেতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক শরৎচন্দ্র বসু ● সুভাষচন্দ্র বসু
গ অমর্ত্য সেন ঘ রাসবিহারী বসু

২৯৩. 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মহাত্মা গান্ধী খ শরৎচন্দ্র বসু
● সুভাষ চন্দ্র বসু ঘ জওহরলাল নেহেরু

২৯৪. নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ভারত ত্যাগ করেন কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৪০ ● ১৯৪১ গ ১৯৪২ ঘ ১৯৪৩

২৯৫. জাপান কত খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুন ত্যাগ করে? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৪ ● ১৯৪৫ গ ১৯৪৬ ঘ ১৯৪৭

২৯৬. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অক্ষ শক্তির বিজয় ● মিত্র বাহিনীর বিজয়
গ জার্মানির বিজয় ঘ ইতালির বিজয়

২৯৭. কত খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে নৌ বিদ্রোহ দেখা দেয়? (জ্ঞান)
● ১৯৪৬ খ ১৯৪৭ গ ১৯৪৮ ঘ ১৯৪৯

২৯৮. কোন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)
ক পামার স্টোন ● এ্যাটলি গ জেফারসন ঘ এন্ডারসন

২৯৯. অ্যাটলি কর্তৃক কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতের সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৫ ● ১৯৪৬ গ ১৯৪৭ ঘ ১৯৪৮

৩০০. ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কেন বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? (জ্ঞান)
ক হিন্দু ছাত্র সমাজের সমর্থনে খ ব্রিটিশদের সমর্থনে
● মুসলমান তরুণ ছাত্র সমাজের সমর্থনে ঘ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমর্থনে

৩০১. প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করা হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ১৫ আগস্ট ● ১৬ আগস্ট গ ১৭ আগস্ট ঘ ১৮ আগস্ট

৩০২. প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পরিণতি কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সকল শ্রেণির মধ্যে সম্প্রীতি খ হিন্দু–মুসলমানের বন্ধুত্ব
গ হিন্দু–মুসলমানের ঐক্য ● হিন্দু–মুসলমান সম্পর্কের অবনতি

৩০৩. র‍্যাডক্লিফ লাইন কোন দুইটি দেশের সীমানা নির্ধারণকারী রেখা? (জ্ঞান)
ক ভারত–চীন খ পাকিস্তান–আফগানিস্তান
● ভারত–পাকিস্তান ঘ ভারত–বাংলাদেশ

৩০৪. পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৩৫ খ ১৯৩৬ গ ১৯৪০ ● ১৯৪৭

৩০৫. ভারতের স্বাধীনতা দিবস কত তারিখে? (জ্ঞান)
● ১৫ আগস্ট খ ১৬ আগস্ট গ ১৭ আগস্ট ঘ ১৮ আগস্ট

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০৬. আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠিত হয়– (অনুধাবন)
i. জমিদারদের উৎখাত করার জন্য
ii. ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য
iii. ব্রিটিশদের এদেশ থেকে তাড়ানোর জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০৭. নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের চারিত্রিক গুণাবলি হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সমরকুশলতা ii. সাহসিকতা
iii. বিচক্ষণতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৮. ইংল্যান্ডে শ্রমিক দল জয়ী হওয়ায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয় ii. ভারতের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়
iii. ভারতের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০৯. ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে
ii. এ নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়
iii. এ নির্বাচন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূ প দান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১০ ও ৩১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গোপিনগর গ্রামের কিছু লোক হত্যা মামলার আসামি হয়ে নিমবাহার গ্রামে আশ্রয় নেয়। গোপিনগর গ্রামের লোক হত্যাকারীদের ধরার জন্য নিমবাহার গ্রাম আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় গ্রামের এক নেতা হত্যাকারীদের নিমবাহার গ্রাম ছেড়ে যেতে বলেন।

৩১০. অনুচ্ছেদটি কোন আন্দোলনের সাথে সংগতিপূর্ণ? (প্রয়োগ)

● ভারত ছাড় আন্দোলন
ⓖ সিপাহি আন্দোলন
ⓖ তেভাগা আন্দোলন
ⓖ ভাষা আন্দোলন

৩১১. উক্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা
ii. ইংরেজদের দমন
iii. মহাত্মা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বঙ্গভঙ্গ

দুর্গাপুর ও শেরপুর নিয়ে বিশাল জামালপুর ইউনিয়ন। চেয়ারম্যান সোহাগ হোসেন দুর্গাপুর অঞ্চলের অধিবাসী বলে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাজার, বিভিন্ন এনজিও এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবই দুর্গাপুরে স্থাপন করেন। কিন্তু শেরপুরে তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি। ফলে শেরপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে। উপজেলা চেয়ারম্যান জামালপুর ইউনিয়নকে দুই ভাগে ভাগ করে দেন। এর ফলে শেরপুরের জনগণ খুশি হতে পারেনি। [স. বো. '১৫]

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা কে? ১
খ. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রামকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জামালপুর ইউনিয়নের বিভক্তি পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করেছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তউল্লাহ।

খ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত–সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ–এসবই মহাবিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচনা করে। ফলশ্রুতিতে পরাধীনতার একশ বছর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে এদেশের সৈনিকরা। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধেই এটিই ছিল সর্বপ্রথম সর্বাত্মক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন। তাই পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জামালপুর ইউনিয়নের বিভক্তি পাঠ্যবইয়ের বঙ্গভঙ্গ ঘটনার প্রতিচ্ছবি। জামালপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুরে ইউনিয়ন কার্যালয়, বাজার, বিভিন্ন এনজিও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শেরপুর অংশে তেমন কিছুই নেই। এ দুর্গাপুর যেন ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা। আর উদ্দীপকে শেরপুর যেমন অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং ক্রমাবনতির সম্মুখীন তা ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব বাংলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তৎকালীন সময়ে কলকাতা হয়ে উঠেছিল আর্থ–সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। শিল্প, কারখানা, ব্যবসা–বাণিজ্য, অফিস–আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতাকে ঘিরে। যা কিছু উন্নতি–অগ্রগতি, সবকিছুই ছিল কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে, পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয়। অথচ এখান থেকে যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হতো তার জন্যও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারার কারণে এ অঞ্চলের লোকজন অশিক্ষিত থেকে যায়। কর্মহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এ ধরনের আর্থ–সামাজিক অবস্থায় বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়। সুতরাং জামালপুর ইউনিয়নের বিভক্তি নিঃসন্দেহে পাঠ্যবইয়ের বঙ্গভঙ্গ ঘটনার প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাটি বঙ্গভঙ্গ ঘটনাকে নির্দেশ করে। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে বাংলার হিন্দু–মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র–পত্রিকাগুলোও বঙ্গ বিভাগে সন্তোষ প্রকাশ করে। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা–দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ–সুবিধা পাবে এ আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করে। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন উঁচুতলার মানুষ অর্থাৎ পুঁজিপতি, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে এরা বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বঙ্গভঙ্গ মূলত বাংলার হিন্দু–মুসলমানদের মধ্যে বিপরীত প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন– ২ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সীমা ও রিমা একই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। রিমা তার দেশের একটি সংগ্রামের জন্য দেশটির তৎকালীন বিদেশি শাসনের সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে দায়ী করে। অপরপক্ষে সীমা মনে করে এই সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের শিল্প ও কৃষি কারখানা ধ্বংস হওয়ার কারণে।

[হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. প্রধানত ভারতের কোন অঞ্চলে সিপাহীদের নেতৃত্বে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত হয়? ১
খ. বঙ্গভঙ্গের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সীমার মতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রামের কোন কারণ প্রতিফলিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগ্রামের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের নেতৃত্বে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

খ লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। উপমহাদেশের এক–তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। কলকাতা থেকে পূর্বাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ। যে কারণে লর্ড কার্জন এত বড় অঞ্চলকে একটিমাত্র প্রশাসনিক ইউনিটে রাখা যুক্তিসংগত

মনে করেননি। তাই ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রদেশকে দুভাগ করার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তা কার্যকর হয়।

গ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থনৈতিক কারণ উদ্দীপকে সীমার মতে প্রতিফলিত হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরব হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা। কোম্পানি রাজনৈতিক ৰমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ৰমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরবদণ্ড। আইন প্রয়োগের ফলে অনেক বনেদি জমিদার অর্থনৈতিকভাবে ৰতিগ্রস্ত হন এবং সামাজিকভাবে হেয় হন। দরিদ্র কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করার ফলে এবং জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের তীব্র শোষণের শিকার কৃষক মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এরপর ছিল কৃষকদের ওপর নানা অত্যাচার। একদিকে বাজার দখলের নামে স্থানীয় শিল্প ধ্বংস, অপর দিকে অতিরিক্ত অর্থ লাভের আশায় জমি বন্দোবস্তের নামে কৃষি ধ্বংস হয়। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূ পে ধ্বংস হয়ে যায়। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানি শাসন–শোষণের বিরবদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

ঘ উক্ত সংগ্রাম তথা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরবত্ব তাৎপর্যমণ্ডিত। এই বিদ্রোহের তাৎৰণিক গুরবত্বও ছিল। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণাপত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ৰমা ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারি গুরবত্ব হচ্ছে এই বিদ্রোহের ৰোভ থেমে যায়নি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেৰিতে জনগণ সচেতন হয়ে উঠে এবং নানা আন্দোলন–সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

সুইটি সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরবদ্ধে প্রতিবাদী এক ব্যক্তিত্ব। সমাজের কুকর্ম, অন্যায়, অবিচারে তিনি তিক্ত হন। একপর্যায়ে তিনি বিপরবী কর্মকাণ্ডে মেতে যান এবং বৈষম্যে বাঁধা দিতে চেষ্টা করায় পুলিশের কাছে ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

[কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সংৰিপ্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারে কাকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়? ১

খ. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদায় শিৰা জীবনে কেমন শিৰার্থী ছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত চরিত্র যে বিপরবী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন তার বিপরবী কার্যক্রম আলোচনা কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সংৰিপ্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারে সূর্যসেনকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

খ শিৰাজীবনে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। প্রীতিলতা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পরীৰায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিংশন নিয়ে বি.এ পাস করেন।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত সুইটি চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের বিপরবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সূর্য সেনের বিপরবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধা ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

শিৰাজীবনেই তিনি বিপরবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। উদ্দীপকের সুইটিও এরূ প চরিত্রের অসম্ভব সাহসী নারী প্রীতিলতাকে তার যোগ্যতার জন্য চট্টগ্রাম 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তার সঙ্গী বিপরবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। উদ্দীপকের সুইটিও আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। প্রীতিলতা বাংলার সমস্ত বিপরবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

ঘ উক্ত চরিত্র তথা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্যসেনের বিপরবী বাহিনীর সদস্য ছিলেন। সূর্যসেন স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিৰক হিসেবে যোগদান করেন। এর মধ্যেই তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূ প সেন, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপরবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তার সংগঠন এবং তিনি নিজে একের পর এক সশস্ত্র কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার গ্রেফতার হলেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপরবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাঙ রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। 'স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার'–এর ঘোষণা দেয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরবদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। সূর্য সেনের বিপরবীদের বিরবদ্ধে ইংরেজ সরকার বিপুল বাহিনী নিয়োগ করে। চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় জালালাবাদ পাহাড়ে। গোলাবারবদ ফুরিয়ে গেলে বিপরবীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। বেশ কিছু তরবণ বিপরবী এই খণ্ডযুদ্ধে এবং অন্যান্য অভিযানে নিহত হন। বিপরবীরা গ্রামের কৃষকদের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সূর্য সেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সংৰিপ্ত ট্রাইবুনালের বিচারে তাকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দেওয়া এবং তার মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আর সংগঠনটির সশস্ত্র বিপরবও স্তিমিত হয়।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ বঙ্গভঙ্গ

ফাইজা, তারাননুম, আশিক, রাফি সবাই সকাল থেকে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। কারণ আজ ২৬ মার্চ। ফাইজার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, এই দিবসের মানে বোঝ? এই দিন আমরা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য যুদ্ধ করি। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে আমরা ছিলাম অবহেলিত। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই ছিল আমাদের এই আন্দোলন।

ক. কত সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হয়? ১

খ. বঙ্গভঙ্গ কোন কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়? ২

গ. ফাইজার বাবা মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রথম যে কারণটির কথা বলেছেন তার সাথে বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্যের তুলনা কর। ৩

ঘ. ফাইজার বাবা মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যে সকল কারণ উল্লেখ করেছেন বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রেও কি সে কারণগুলো বিদ্যমান ছিল? উত্তরের পক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হয়।

খ বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববাংলার ও আসাম প্রদেশ। অন্যদিকে পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবাংলা।

গ ফাইজার বাবা মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন সেগুলোর মধ্যে প্রথম বলেছেন অর্থনৈতিক কারণের কথা। এ কারণের সাথে বঙ্গভঙ্গের অর্থনৈতিক কারণের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ববাংলার জনগণকে সরকারি চাকরি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সকল অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তেমনি বঙ্গভঙ্গের পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল। দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই পূর্ববঙ্গ ব্যবসায়–বাণিজ্য, অর্থনৈতিক বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছিল অবহেলিত। পূর্ববঙ্গের জনগণের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি হলেও কৃষকের উন্নয়নের জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। মূলত এ বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধকে যেমন প্রভাবিত করেছিল তেমনি বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রেও কাজ করেছিল। সুতরাং অর্থনৈতিক কারণ মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গভঙ্গ উভয়টির ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ফাইজার বাবা মুক্তিযুদ্ধের ৰেত্রে যে কারণগুলো উলেৱখ করেছেন বঙ্গভঙ্গের ৰেত্রে ও সে কারণগুলো বিদ্যমান বলে আমি মনে করি। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাতে প্রধান কারণ হলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ ও নিপীড়ন। এসব অন্যায় কাজের প্রতিবাদস্বরূ প পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক, সামরিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভের আশায় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পেছনেও ছিল পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিম সরকারের আচরণ। পশ্চিম বাংলার উঁচু তলার মানুষ অর্থাৎ পুঁজিপতি, শিৰিত মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদ তারাও পূর্ববাংলার উন্নয়নের ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন। ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকে পূর্ববাংলা ছিল অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত ও অবহেলিত। এ অঞ্চলের শিক্ষা, ব্যবসায়–বাণিজ্য, অর্থনৈতিক বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনো উন্নতি এর পূর্বে হয়নি। অন্যদিকে, রাজধানী কলকাতা ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র। যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলা পশ্চিমবাংলার তুলনায় বহু পেছনে ছিল। তাই পূর্ববাংলায় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যও বিদ্যমান ছিল। তাই ফাইজার বাবা মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন সে কারণগুলো বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল–এ উক্তিটি যথার্থই যুক্তিসংগত।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

রোহিতপুর এলাকায় অনেক লোকের বসবাস। বিস্তীর্ণ এলাকা বলে এ এলাকাকে কাজের সুবিধার্থে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এ এলাকার এক অংশ হিন্দু এবং অন্য অংশ মুসলিম অধ্যুষিত ছিল। মুসলমানরা এ বিভাজনকে স্বাগত জানালেও হিন্দুরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে বিশাল সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে আবার একত্রিত করা হয়।

ক. বঙ্গভঙ্গ কত খ্রিষ্টাব্দে রদ করা হয়? ১
খ. বঙ্গভঙ্গ বলতে কী বোঝ? ২
গ. রোহিতপুরের মুসলিমদের প্রতিক্রিয়ার সাথে বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী মুসলিমদের প্রতিক্রিয়ার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ন্যায় বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ে সমাজে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

খ ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন এক ঘোষণায় বাংলা প্রদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। এ ঘটনা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ। এ নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা।

গ রোহিতপুর এলাকাকে বিভাজনের পর মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার সাথে বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের প্রতিক্রিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই এ বিভাজনকে বিভিন্ন সুবিধার জন্য স্বাগত জানায়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করা হলে মুসলমান সমাজের একাংশ শুরুতে এর বিরোধিতা করে। কিন্তু খুব শিগগিরই মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানান। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ প্রথমে বঙ্গভঙ্গকে মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে বলে মতপ্রকাশ করেন। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় শিৰা–দীৰা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ–সুবিধা পাবে এ আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করে। মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকাগুলো বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে এবং সন্তোষ প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজ তাদের নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। তাই উদ্দীপকের মুসলিমদের প্রতিক্রিয়াটির সাথে তাদের প্রতিক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখা যায়।

ঘ রোহিতপুর এলাকায় বিভাজন পরবর্তী সময়ে হিন্দু–মুসলমানদের মধ্যে যেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তেমনি বঙ্গভঙ্গের পরেও জনগণের মধ্যে গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ করা হলেও ক্রমশ তা ব্রিটিশ শাসননীতিকে সাহায্য করে। কেননা বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমেই বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ করা হলে বাংলার অভিজাত হিন্দুরা ও কংগ্রেস একে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন। এতে কংগ্রেস একটি বিশাল শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবির্ভূত হয়। অন্যদিকে শুরু থেকেই মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বঙ্গভঙ্গকে তাদের জন্য মঙ্গলময় মনে করে। একই সময়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় মুসলমানরাও একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই প্রথমদিকে মুসলমানদের সুযোগ ও পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ রদে কংগ্রেসের বিজয় হিন্দু–মুসলমানদের আত্মোপলব্ধির সুযোগ করে দেয়। উভয় সংগঠনই নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়। ব্রিটিশ সরকারও বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক ঘটনাবলিকে সামাল দিতে হিমশিম খায় এবং ভারতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হয়। মুসলিম, হিন্দু ও ব্রিটিশ সরকার সবাই নিজেদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখে এবং বাংলার রাজনীতিতে নতুন ধারার সূচনা হয়।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ মুসলিম লীগ

কাঞ্চননগর গ্রামে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। একাধিকবার হিন্দু চেয়ারম্যান ক্ষমতায় থাকায় এখানে হিন্দুরাই বেশি প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাদের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানরা নিজেদের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে তারা শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে নিজেদের অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয়? ১
খ. বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? ২
গ. মুসলমানদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠনের সাথে উদ্দীপকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সংগঠনের মতোই "ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় একটি সংগঠন মুসলিম প্রতিনিধিত্বকে সুসংহত করেছিল" যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

খ মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ রদে প্রচণ্ড মর্মাহত হয়। তাদের ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরব করে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ রৰার জন্য নয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ একে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার জঘন্য উদাহরণ বলে মন্তব্য করেন।

গ মুসলমানদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের সাথে কাঞ্চননগরে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সংগঠনের মিল রয়েছে। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ) মাধ্যমে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানরা ছিল অনগ্রসর এবং রাজনৈতিকভাবে কিছুটা কম সচেতন। তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের অধিকতর দায়ী বলে মনে করে। তাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার কঠোর মনোভাব পোষণ করে। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস গঠিত হলেও অধিকাংশ মুসলিম নেতা এতে যোগদান করেননি। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা হলে বাংলার অবহেলিত মুসলমানদের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলে মুসলমানদের মধ্যে বিরূ প প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এর ফলস্বরূ প ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয় যার সাথে উদ্দীপকের সংগঠন প্রতিষ্ঠার মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সংগঠনের মতোই মুসলিম লীগ ব্রিটিশ ভারতে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকে সুসংহত করে। ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় মুসলমানরা ছিল রাজনৈতিকভাবে কম সচেতন। ফলে রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। মুসলমানদের একত্রিত করার জন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনও ছিল না। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস সর্বভারতীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে হিন্দুদের সংগঠন হিসেবেই এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলে মুসলমানদের মধ্যে বিরূ প প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে মুসলমানদের অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, স্বার্থ, আশা–আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা সরকারের নিকট ব্যক্ত করা হয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার, আইন সভায় প্রাপ্য আসন, সামরিক ও বেসামরিক চাকরিতে অধিক সংখ্যায় নিয়োগ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভায় মুসলমানদের নিয়োগ এবং মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিও পেশ করা হয়। অর্থাৎ মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমেই মুসলমানরা আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম লীগই মুসলিম প্রতিনিধিত্বকে সুসংহত করেছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো মুসলমানরাও মুসলিম লীগের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সরকারের নিকট নিজেদের উত্থাপন করেছিল।

প্রশ্ন– ৭ স্বদেশী আন্দোলন

লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে বঙ্গভঙ্গ করলে তৎকালীন বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত শ্রেণি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এ সময়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' রচনা করেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়াস্বরূ প একটি আন্দোলন শুরু হয়। বিলেতি দ্রব্যে প্রকাশ্যে আগুন জ্বালানো হয়। ছাত্ররা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে। জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এরই মাঝে সশস্ত্র আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে এ ঘটনা স্তিমিত হয়।

ক. কোথায় বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেওয়া হয়? ১
খ. বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কোন পটভূমির ওপর ভিত্তি করে উক্ত আন্দোলন সংঘটিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর উদ্দীপকের ঘটনাগুলো বঙ্গভঙ্গ রদকে ত্বরান্বিত করেছিল? মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেওয়া হয়।

খ ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পেছনের প্রধান কারণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা। ঐক্যবদ্ধ বাংলার বিরাট শক্তি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে এবং ভারতীয় জাতীয় ঐক্য দুর্বল হবে, যা ছিল লর্ড কার্জনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রশাসনিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমতা বিধানের উদ্দেশ্য ছাড়াও বঙ্গভঙ্গের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল।

গ বঙ্গভঙ্গের বিরবদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতার পটভূমিতে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে উক্ত আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলন সংঘটিত হয়। বঙ্গভঙ্গ হলে কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু জমিদার, পুঁজিপতি, শিৰিত মধ্যবিত্ত, আইনজীবী সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে এবং তারা এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা একে জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি আঘাত বলে বর্ণনা করে। উগ্রপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন সভা–সমিতির মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানায় এবং বঙ্গভঙ্গ রদসহ ব্রিটিশদের চাপে ফেলার জন্য বয়কট ও 'স্বদেশী' কর্মপন্থা নিয়ে এক আন্দোলন গড়ে তোলে, যা পরবর্তীতে 'বয়কট' ও 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়। বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারকে এ আন্দোলনের ভিত্তি বলে ধরা হয়।

ঘ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে উদ্দীপকের ঘটনাগুলো পরিচালিত হয়। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় বিলেতি দ্রব্য বয়কট করা হয় এবং প্রকাশ্যে বিলেতি দ্রব্যে আগুন লাগানো হয়। ছাত্ররা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে। এ সময় জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হয়। এ সময় বাংলাদেশের রংপুর,

দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশালে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পায়। উদ্দীপকে এসব ঘটনারই ইঙ্গিত রয়েছে। আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য বিভিন্ন জেলায় সমিতি গঠন করা হয়। বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব', ফরিদপুরের 'ব্রতী', ময়মনসিংহের 'সাধনা' এবং ঢাকার 'অনুশীলন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য কবি ও সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু দেশাত্মবোধক রচনা লিখতে থাকেন। বাংলার জমিদারশ্রেণি নিজ স্বার্থে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করে। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে বিপ্লবের আকার নেয়। এ সময় কলকাতায় 'যুগান্তর পার্টি' ও ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' ব্রিটিশ শাসন অবসানের জন্য ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নর এন্ড্রু ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী প্রেসিডেন্ট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করে। এদের গুলিতে বহুসংখ্যক ইংরেজ, পুলিশ কর্মকর্তা ও তাদের দেশীয় সহযোগী নিহত হয়। উদ্দীপকে এ সশস্ত্র আন্দোলনেরও ইঙ্গিত রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের রক্ষার্থে এবং রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে নির্দেশিত স্বদেশী আন্দোলন ও সে সময়ের ঘটনাপ্রবাহ বঙ্গভঙ্গ রদকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন– ৮ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র তুরস্ক। সেদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ব্যবধান যোজন যোজন। সর্বযুগেই এমনটি ছিল। এতদসত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের রাজনীতি তুরস্কের পরিণতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং ভারতবর্ষে মুসলমানেরা এক নতুন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. খিলাফত কমিটি গঠনের জন্য কবে ঢাকা সভা অনুষ্ঠিত হয়? ১
খ. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কেন সংঘটিত হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলন বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খিলাফত কমিটি গঠনের জন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এ আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও সাক্ষ্য–প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বস্তরের জনগণ হরতাল পালন করে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলে। একপর্যায়ে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহুসংখ্যক নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে খিলাফত আন্দোলনকে বোঝানো হয়েছে। ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হন। কারণ ধর্মীয় কারণে তারা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। নিজ দেশের সরকার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন দিয়েছে। তবে শর্ত ছিল যে এই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু, যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধ শেষে জার্মানির পক্ষে যোগদানের জন্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সেভার্সের চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ তুরস্ককে খণ্ড–বিখণ্ড করার পরিকল্পনা করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে, যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত।

ঘ উক্ত আন্দোলন তথা খিলাফত আন্দোলনে বাংলা ব্যাপক ভূমিকা রাখে। খিলাফত কমিটি গঠনের জন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটি গঠনসহ খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর মুক্তি দাবি করা হয়। অমৃতসরের খিলাফত কমিটি আহূত নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির অধিবেশনে ৬ জন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত 'ইশতেহার' প্রকাশ করা হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। বাংলার হিন্দু–মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়। খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে ঢাকায় আসেন। ঢাকার জনগণ তাদের 'আল্লাহু আকবার' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। তাছাড়া ১৯ মার্চ হরতালের দিন মুসলমান সম্প্রদায় রোজা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন উপোস থাকে। এদিন ঢাকায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তে বলা হয় যে খিলাফত অক্ষুণ্ন না থাকলে মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা অসম্ভব। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মরণে এক সভা হয়। পাশাপাশি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচিও পালিত হয়। সভায় রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী স্কুল–কলেজ বর্জনসহ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের অধীনের বাংলার ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন বর্জন করার কথাও বলা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, যেমন : ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। সরকারের এবং পুলিশের নানা ধরনের নির্যাতন, দমনমূলক ঘটনার পরও বাংলার জনগণ এক বছরব্যাপী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন– ৯ অসহযোগ আন্দোলন

সৌমপুর এলাকার অধিবাসীরা বিভিন্ন অনৈতিক ও নির্যাতনমূলক কাজে প্রশাসকের বিরোধিতা করে আসছিল। বিভিন্নভাবে আন্দোলন পরিচালনার একপর্যায়ে এক সভায় পুলিশ অফিসারের নির্দেশে হঠাৎ গুলিবর্ষণ শুরু হয়। বহু লোক প্রাণ হারায়। পরবর্তীতে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে একটি কমিটিও গঠন করে। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নানাভাবে প্রতিবাদ জানায়।

ক. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মরণে ঢাকায় কবে সভা হয়। ১
খ. মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের অনুরূপ ঘটনা ব্রিটিশবিরোধী কোন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মরণে ঢাকায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল এক সভা হয়।

খ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ অসহযোগ আন্দোলন যে সব কারণে সর্বভারতীয় রূ প নিয়েছিল সেগুলো নিম্নরূ প : ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের রাওলাট আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ও সংবাদপত্রের ওপর হস্তক্ষেপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক মন্দা। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষক শ্রমিকসহ সাধারণ জনগণের অসন্তোষ ইত্যাদি। এসব কারণে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সর্বভারতীয় রূ প নিয়েছিল।

গ উদ্দীপকের অনুরূ প ঘটনা তথা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রেরাপট তৈরি করেছিল। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা–আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাব্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দন্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এই আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস ভারতের রাজনীতিতে নবাগত (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে যোগদান) মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরবদ্ধে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। রাওলাট আইনের বিরবদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড' নামে পরিচিত। উদ্দীপকে সৌমপুর এলাকার অধিবাসীরা এরূ প এক হত্যাকান্ডেরই শিকার হন। উদ্দীপকের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মতো এই হত্যাকান্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। উদ্দীপকেও দেখা যায় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানায়। এ ঘটনার প্রেরাপটে অসহযোগ আন্দোলন দুর্বার হয় এবং তা প্রাতিষ্ঠানিক রূ প পায়।

ঘ অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন খিলাফত আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে তা আরও তাৎপর্যবহ করে তুলেছিল। মহাযুদ্ধের সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেরিতে গান্ধীজি হিন্দু–মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১–২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন সর্বভারতীয় গণআন্দোলনে রূ প নেয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমন হিন্দু–মুসলিম সম্প্রদায় প্রথবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে। কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ বিভেদ ও শাসননীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু–মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির এক রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে এই ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। এই আন্দোলন শুধু শিরিত মুসলমান যুবকদের নয়, সারা ভারতের জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং হিন্দু–মুসলিম ঐক্য দুই–ই ছিল রণস্থায়ী। আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

প্রশ্ন– ১০ স্বরাজ দল

মনি সাহা ও উদয় চৌধুরী সমাজ সচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তারা এলাকায় বসবাসরত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন পরিচালনায় বিশ্বাসী। এ বিষয়ে তাদের সাথে দলের মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় তারা নতুন একটি দল গঠন করেন।

ক. কার নেতৃত্বে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়। ১
খ. স্বরাজ দলের কর্মসূচি কী ছিল? ২
গ. ভারতের সমাজ ও রাজনীতিতে উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দল কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত দলের সভাপতির হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব বিশেরষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়।

খ স্বরাজ দলের কর্মসূচি বাংলার হিন্দু–মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টাকে সফল করেছিল বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে। এ সফলতার অন্যতম কারণ ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কুশলী নেতৃত্ব। আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে সরকারি কর্মকান্ডের বিরোধিতা করা এবং এভাবে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের সংস্কার অকার্যকর করে তোলা। সরকারি বাজেট প্রত্যাখ্যান এবং মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো। জাতীয়তাবাদী চেতনা ও কর্মকান্ডকে জোরদার করা। বিদেশি শাসন অসম্ভব করে তোলা।

গ ভারতের রাজনীতিতে উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি দল হলো স্বরাজ দল। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের অনেক নেতা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ সময় মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা চিত্তরঞ্জন দাস (সিআর দাস) ও মতিলাল নেহেরবর সঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। উদ্দীপকের মনি সাহা ও উদয় চৌধুরীও অনুরূ প মতবিরোধ করেন। সিআর দাস ও তার সমর্থকরা নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোতে যোগদানের পরে ছিলেন। কারণ ঐ সময় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবেশ না থাকায় তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভায় যোগ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার আইন অচল করে দেওয়া। কিন্তু কংগ্রেসের গোয়া সম্মেলনে তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেরিতে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেসের একাংশের সমর্থনে সিআর দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বরাজ পার্টি। সিআর দাস হন এ দলের সভাপতি। মতিলাল নেহেরব হন অন্যতম সম্পাদক।

ঘ উক্ত দলের সভাপতি সিআর দাস হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত কৃতিত্বের দাবিদার। উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সরম হয়েছিলেন স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। ফলে বাংলায় হিন্দু মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য এই দূরদর্শী, বাস্তববাদী নেতা যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইতিহাসে তা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে খ্যাত। এই সময়ে বাংলার ইতিহাসে প্রধান ঘটনাই বেঙ্গল প্যাক্ট। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর স্বাররিত চুক্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার শর্তই ছিল মূল বিষয়। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে এ নির্বাচন প্রথায় বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত

প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০টি আসন পাবে। সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে আইন পাস করতে হলে আইনসভায় নির্বাচিত উক্ত সম্প্রদায়ের তিন–চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে। মসজিদের সামনে গান–বাজনাসহ কোনো মিছিল করা যাবে না এবং গরু জবাই করার ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। নিঃসন্দেহে তার প্রচেষ্টা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

প্রশ্ন– ১১ লাহোর প্রস্তাব

২০১১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানে বেলুচিস্তানসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাদেশিক শায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠায় জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবে ৬ দফা সুপারিশ মালা পেশ করা হয়। এটি কার্যকর হলে তারা স্বাধীনতার স্বাদ ও সুযোগ ভোগ করতে পারবে। এটি জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে ও উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১
খ. লাহোর প্রস্তাব কেন উত্থাপন করা হয়েছিল? ২
গ. ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্দীপকের ন্যায় উত্থাপিত প্রস্তাব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

খ ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব উত্থাপনের পেছনে অনেক কারণ থাকলেও মূলত তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। এ. কে ফজলুল হক বঙ্গ মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাছাড়া জাতিভেদ প্রথা তখন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।

গ ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্দীপকের ন্যায় উপস্থাপিত প্রস্তাব হলো লাহোর প্রস্তাব। উদ্দীপকের প্রস্তাবটি যেমন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে লাহোর প্রস্তাব তেমন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনেরও প্রস্তাব ছিল। লাহোর প্রস্তাবের প্রধান ধারাসমূহ এ লক্ষ্যেই ঘোষিত হয়। যেমন : ভারতের উত্তর–পশ্চিম এবং পূর্ব ভূ–ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে। এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সংশিরষ্ট অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের সব অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা সংশিরষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

ঘ আমি মনে করি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নয় বরং জিন্নাহর দিলির প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

লাহোর প্রস্তাবের ধারাসমূহের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উলেরখ নেই। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এটিকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রচার হতে থাকে। ফলে দ্রুত এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে বাঙালি মুসলমান পূর্বাংশ নিয়ে একটি 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল দিলিরতে মুসলিম লীগের দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক কনভেনশনে নীতিবহির্ভূতভাবে জিন্নাহ 'লাহোর প্রস্তাব' সংশোধনের নামে ভিন্ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নয়, ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উত্থাপিত দিলির প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

প্রশ্ন– ১২ বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তি

তপু ও প্রতাপ দুই বন্ধু। ইন্টারনেট সূত্রে তাদের পরিচয়। তপু বাংলাদেশি আর প্রতাপ ভারতীয়। সে পশ্চিম বঙ্গের বাসিন্দা। অথচ দুজনেই বাংলাভাষী এবং বাঙালি। তপু ও প্রতাপ ফেসবুকে মতবিনিময় করছিল ১৯৪৭–এ বাংলা বিভক্ত না হলে আজ হয়তো তারা এক দেশের নাগরিক হতো। বিষয়টি তাদের উভয়কেই পীড়া দেয়।

ক. কে যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন? ১
খ. যুক্ত বাংলা প্রস্তাব মুসলিম লীগের সমর্থন হারায় কেন? ২
গ. কোন চুক্তি সফল হলে তপু ও প্রতাপ একই রাষ্ট্রের নাগরিক থাকত? উদ্দীপকের আলোকে চুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কংগ্রেসের বিরোধিতা উক্ত চুক্তিকে চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ করে দেয়– আলোচনা কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

খ মুসলিম লীগের রক্ষণশীল নেতারা প্রথম দিকে অখণ্ড বাংলার সমর্থক হলেও পরে তারা অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ করার দাবি করতে থাকেন। বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দিন, আকরম খাঁ প্রমুখ। আকরাম খাঁ ১৬ মে দিলিরতে জিন্নাহর সঙ্গে এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানান যে অখণ্ড বাংলা মুসলিম লীগ সমর্থন করে না। ফলে বসু–সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব মুসলিম লীগের সমর্থন হারায়।

গ বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তি সফল হলে বাংলাদেশের তপু ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতাপ একই রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারত।

বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তিতে অখণ্ড–বাংলা এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপরেখা ছিল। উক্ত চুক্তিতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা হচ্ছে–

১. বাংলা হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে তা সে নিজেই ঠিক করবে।
২. হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসনসংখ্যা বণ্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।
৩. স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হবে। পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। উক্ত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া বাকি সদস্যপদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে।
৪. সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকবে। এসব চাকরিতে শুধু বাঙালিদের নিয়োগ দেয়া হবে।
৫. সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

ঘ কংগ্রেসের বিরোধিতা উক্ত চুক্তি তথা বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তিকে চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ করে দেয়। বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব

অর্থাৎ বসু–সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব প্রথম থেকেই কংগ্রেসের উঁচু পর্যায়ের নেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরব ও সরদার বলরভ ভাই প্যাটেলসহ বহু নেতা এর বিরোধী ছিলেন। তারা কোনোমতেই স্বাধীন ভারতবর্ষে কলকাতাকে হাতছাড়া করার পরপাতি ছিলেন না। তাছাড়া পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আসামও তাদের প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে কংগ্রেস মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ে নিরাপত্তা নিয়েও শংকিত ছিলেন। হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ যুক্ত বাংলার চরম বিরোধী ছিলেন। ফলে যুক্ত বাংলা প্রস্তাব কংগ্রেসের সমর্থন হারায়। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যুক্ত বাংলার বিরবদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাতে থাকে। অবস্থার পরিপ্রেরিতে বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের পরে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ভারত বিভক্তির ঘোষণায় বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের পরিকল্পনা করেন। জুন মাসের ২০ তারিখে বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা ভাগের পরে রায় দিলে বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আইন অনুসারে ভারত ভাগ হয়। ১৪ আগস্ট জন্ম নেয় পাকিস্তান নামে এক কৃত্রিম মুসলিম রাষ্ট্রের; আর ১৫ আগস্ট জন্ম নেয় আরেকটি রাষ্ট্রের, যার নাম হয় ভারত। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়– পরবর্তীকালে যা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে, পশ্চিম বাংলা যুক্ত হয় ভারতের সঙ্গে। এভাবেই প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ ব্রিটিশ শাসন অবসান

জাতীয় পতাকার সম্মান প্রাণের চেয়ে মূল্যবান। ৪০' এর দশকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রসার ঘটলে এক দুঃসাহসী বৃদ্ধা জীবন দিয়ে এর প্রমাণ করেন। আমরা আজও তার ঘটনায় শিহরিত হই, উদ্দীপ্ত হই।

ক. 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু হয় কত খ্রিস্টাব্দে? ১
খ. 'ভারত ছাড় আন্দোলনের' মূল লক্ষ্য কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের বৃদ্ধার আত্মাহুতির ঘটনা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনার পূর্ব কথা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে।

খ ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নতুন এক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট গান্ধী এ মুহূর্তে ব্রিটিশ শাসকদের ভারত ছাড়ার দাবি উত্থাপন করেন। এ দাবি ইতিহাসে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। এটি ছিল ভারতের ব্রিটিশ শাসন অবসানের প্রত্যক্ষ ডাক। এর মূল লব্য ছিল ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন।

গ উদ্দীপকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে আত্মদানকারী বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার ঘটনা নির্দেশিত হয়েছে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয়দের হাতে রমতা ছেড়ে দিতে ইংরেজ সরকারের বিরবদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দেন। ঐ দিনই মধ্যরাতে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ–গান্ধীজি, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহেরবসহ অনেকে গ্রেফতার হন। সরকার কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সব নেতা কারাগারে বন্দি হন। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের খবরে অহিংস আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। নেতাদের মুক্তির দাবিতে সর্বত্র হরতাল, কলকারখানা, স্কুল–কলেজে ধর্মঘট পালিত হতে থাকে। উত্তেজিত জনতা স্থানে স্থানে রেললাইন উপড়ে ফেলা, চলন্ত ট্রেনে ইট পাটকেল নিরেপ, রেলস্টেশনে, সরকারি ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো অনৈতিক কাজে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। নেতৃত্বহীন আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সারা ভারতে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কোথাও কোথাও অস্থায়ী সরকার, কোথাও বা জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তমলুক থানা দখল করার সময়, মাতঙ্গিনী হাজরা নামে এক বৃদ্ধা পুলিশের গুলি সত্ত্বেও জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরে রেখে শহিদ হন।

ঘ উক্ত ঘটনা তথা বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মদানের ঘটনার পূর্ব কথা ব্রিটিশ শাসন অবসানের পটভূমি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস মিশন প্রস্তাব সব মহল প্রত্যাখ্যান করলে সমগ্র ভারতব্যাপী তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। রাজনীতিতেও নেমে আসে চরম হতাশা। উপমহাদেশের বাইরে এ সময় পৃথিবীব্যাপী চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ। জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র জাপানের ভারত আক্রমণ আশঙ্কায় ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতিকে এই আক্রমণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়লে জাপানের ভারত আক্রমণ পরিকল্পনার পরিবর্তন হতে পারে। এই চিন্তা করে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তার প্রেরিত প্রস্তাবে তিনি ইংজেদের ভারত ছেড়ে যেতে বলেন। শুরব হয় কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলন। গান্ধীজির ডাকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রবল ব্রিটিশবিরোধী রূ প নেয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে মহাত্মাগান্ধী এক ঘোষণায় বলেন 'আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই উষালগ্নের আগেই যদি তা সম্ভব হয়।' তিনি আরো বলেন, আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করব। আর এ হবে আমাদের জীবনে শেষ লড়াই। উদ্দীপকে উলিরখিত ঘটনা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা। মাতঙ্গিনী হাজরার সেই ঘটনার পূর্বকথা মূলত ব্রিটিশ শাসন অবসানের পূর্বকথা। পাঠ্যপুস্তকে তাই বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জনাব 'X' সবার অলরে দেশ ত্যাগ করেন। তার দেশে চলছিল ভিন্ন জাতির শাসন। তিনি সে জাতির শত্রব দেশগুলোয় গিয়ে এক বাহিনী গড়ে তোলেন। অতঃপর তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করেন। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি।

ক. INA-এর পূর্ণরূ প কী? ১
খ. সুভাষ বসু ফরওয়ার্ড বরক দল গঠন করেন কেন? ২
গ. জনাব 'X'–এর মধ্যে বাঙালি কোন নেতার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত নেতা সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস? মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক INA-এর পূর্ণরূ প Indian National Army।

খ কংগ্রেসে প্রাক্তন সভাপতি ফরওয়ার্ড বরকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ বসু কংগ্রেসে আপসকামী রাজনীতির বিপরে ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীর অনুমোদনে কংগ্রেসের সভাপতি হলেও গান্ধীই আবার দ্বিতীয় দফায় তাকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেননি। তিনি সুভাষ বসুকে এ পদে

নির্বাচন করতে নিষেধ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন এবং গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে আবার সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধীর প্রতি এ ধরনের চ্যালেঞ্জে জয়ী সুভাষচন্দ্র পরবর্তীতে কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীর সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হন। হতাশ হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড বরক দল গঠন করেন।

গ জনাব 'X'–এর মধ্যে বাঙালি নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিফলন ঘটেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজ রাজশক্তির বিরবদ্ধে ছিলেন আপসহীন। সুভাষ বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভিত ইংরেজ সরকার বারবার তাকে কারারবদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত কারামুক্তি লাভ করে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে সবার অলবে সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ত্যাগ করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তিনি প্রথম ইংরেজদের শত্রব ভূমি জার্মানিতে গমন করেন। সেখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেনাবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, যিনি বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে লড়াই করে মাতৃভূমি স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় ডুবোজাহাজে করে এক দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তিনি জাপানে আসেন। সেখানে অবস্থানরত বিপরবী রাসবিহারী বসুর সহযোগিতায় গড়ে তোলেন জাপানে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দু ফৌজ। এই বাহিনী নিয়ে তিনি ইংরেজদের বিরবদ্ধে অসম সাহসে লড়াই করেন। তবে বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি সফল হতে পারেননি। উদ্দীপকের জনাব 'X'–এর জীবনও তদ্রূ প দেখা যায়। সুতরাং জনাব 'X'–এর মধ্যে বাঙালি নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত নেতা অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তার আজাদ হিন্দু ফৌজের মাধ্যমে লড়াইয়ে সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে নেতাজি তার দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় গঠিত আজাদ হিন্দু ফৌজ বিদেশের মাটিতে গঠিত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরই ভারতীয় ভূখণ্ডের আন্দামান দ্বীপে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সরকারের সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজদের বিরবদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। আজাদ হিন্দু ফৌজ এবং সুভাষ বসু তখন ছিলেন ইংরেজদের কাছে আতঙ্ক। সুভাষ বসুর ইংরেজদের বিরবদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতে ইংরেজ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এই দুঃসাহসী বাঙালি নেতার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দু ফৌজ ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা হয়ে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করে। কোহিমা–ইম্ফলের রণাঙ্গনে বীরত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে আজাদ হিন্দু ফৌজ এসব অঞ্চল দখল করে নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণাঙ্গনে জাপানি বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটলে আজাদ হিন্দু ফৌজকেও পিছু হটতে হয়। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের রেঙ্গুন ত্যাগ, মিত্রবাহিনীর বিজয়ে আজাদ হিন্দু ফৌজের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। ব্যর্থ হয় এক দুঃসাহসী বাঙালি দেশপ্রেমিকের লড়াই করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। তখনি রচিত হতো বাঙালির দেশপ্রেম আর বীরত্বের আরেক গৌরবের ইতিহাস।

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়

ইংল্যান্ডের শ্রমিক দল বেশ প্রভাবশালী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা ৰমতায় এসেছিল। তাদের শাসনামলেই উপমহাদেশে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক. ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর কে ছিলেন? ১
খ. ওয়াভেল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সময়কালীন ইংল্যান্ডের সরকার ভারতের সংবিধান প্রণয়নে কী ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের ভূমিকা বিশেৱষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ওয়াভেল ভারতের গভর্নর ছিলেন।

খ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সিমলায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল এক পরিকল্পনা পেশ করেন, যা 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। কংগ্রেস–মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধির সংখ্যা নিয়ে তীব্র মতবিরোধের কারণে 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' ব্যর্থ হয়।

গ উদ্দীপকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টি নির্দেশিত হয়েছে। এ সময় ভারত ছিল ব্রিটিশ সরকারের অধীন কিন্তু স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সে সময়ে ইংল্যান্ডে শ্রমিক দল ৰমতাসীন হয় এবং ভারতের সংবিধান সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করে। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্সের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভারতে আসে। যাকে বলা হয় ক্যাবিনেট মিশন। এ সময় দিলিৱতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশন পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়ে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে ক্যাবিনেট মিশন মে মাসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে।
মন্ত্রীমিশন বা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্ত রাষ্ট্র গঠনের বিষয় উলেৱখ করা হয়। যথা :

১. কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা।
২. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা।
৩. হিন্দুপ্রধান গ্রবপ, মুসলমানপ্রধান গ্রবপ এবং বাংলা ও আসাম গ্রবপ– এ তিন ভাগে প্রদেশগুলোকে ভাগ করা এবং প্রত্যেক গ্রবপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা। তবে শর্ত দেওয়া হয় যে, এ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সার্বিকভাবে করতে হবে। এর অংশবিশেষ গ্রহণ করা যাবে না।

ঘ উদ্দীপকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের শ্রমিক দলের সরকারের কথা বলা হয়েছে যারা ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবে মূল ভূমিকা রাখে। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রবয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্বে ভারতীয়দের কাছে ৰমতা হস্তান্তর করা হবে। ৰমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের জন্য লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট হিসেবে পাঠানো হয়। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা–হাঙ্গামা থেকে দেশরৰার জন্য শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ দেশবিভাগে সম্মত হতে বাধ্য হন। ৩রা জুন মাউন্ট ব্যাটেন সুস্পষ্টভাবেই ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি এও ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই ভারতীয়দের হাতে ৰমতা অর্পণ করা হবে। অপরদিকে পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়ায় মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জুলাই লন্ডনে কমন্স সভার এক ঘোষণায় ভারত–পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমানা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। ৯ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ তাঁর সীমান্ত রোয়েদাদ সমাপ্ত করে তা ভাইসরয়ের কাছে জমা দেন, যা রহস্যজনক কারণে আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করা হয়, যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। বিংশ শতকে এ ভূখণ্ড নিয়ে গভীর চক্রান্ত হয়েছে নানা সময়। যেমন শতাব্দীর শুরুতেই ভারতীয় মূল বাংলা ভূখণ্ড থেকে আলাদা হওয়া নিয়ে আবার পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানের নাগপাশ ছিন্ন করতে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় শাসক শ্রেণির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা।

ক. করাউলী কী? ১
খ. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত শতাব্দীর প্রথমভাগে ঘটে যাওয়া ঘটনায় সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে থাকা পত্রিকাগুলো উল্লেখ কর। ৩
ঘ. উক্ত সিদ্ধান্তের পিছনে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক করাউলী ব্রিটিশদের স্বত্ববিলোপ নীতির আওতায় দখলকৃত রাজ্য।

খ বাংলাদেশ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদেশে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রামে সে সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

গ উদ্দীপকে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড তথা ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ভূখণ্ড নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা উলিল্লখিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে শতাব্দীর প্রথম ভাগের বঙ্গভঙ্গের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর কলকাতা কেন্দ্রিক বহু পত্রিকা এর বিরোধিতা করে। সরকারি এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রতিবাদমুখন ছিল যেসব পত্রিকা তার মধ্যে উলেল্লখযোগ্য–

১. বেঙ্গালী; ২. সঞ্জীবনী; ৩. যুগান্তর; ৪. অমৃতবাজার; ৫. সন্ধ্যা; ৬. হিতবাদী

ঘ ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ছিল অনেকটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। লর্ড কার্জন শুধু শাসন–সুবিধার জন্য বা পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গ করেননি। এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তার দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। সুতরাং কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপদজনক। তাই বাংলার আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য এবং হিন্দু–মুসলিম ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যই ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গ করেন।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি

জনাব মনোরঞ্জন ধর বীরভূম গ্রামের একজন উদার, ত্যাগী, জনদরদি নেতা। তিনি বীরভূম গ্রামে হিন্দু, মুসলিমকে একতাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুতে বীরভূম গ্রামের জনগণ আবার হিন্দু–মুসলিম রেষারেষিতে লিপ্ত হয়। অবশেষে বীরভূম গ্রামও পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

ক. প্রীতিলতা কোন সশস্ত্র অভিযানে নেতৃত্ব দেন? ১
খ. বেঙ্গল প্যাক্টের অসাম্প্রদায়িক চেতনা সংবলিত ধারাগুলো উলেল্লখ কর। ২
গ. উদ্দীপকের মনোরঞ্জন ধীরের সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন বাঙালি নেতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বীরভূম গ্রাম যেমন বিভক্ত হয়ে যায় তদ্রূপ ব্রিটিশ ভারতে যুক্ত বাংলার বিরোধীদের বিরোধিতার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রীতিলতা 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' সশস্ত্র অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

খ বেঙ্গল প্যাক্টের অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারাগুলো নিম্নরূপ :

১. মসজিদের সামনে গানবাজনাসহ মিছিল করা যাবে না।
২. গরু জবাই করার ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এ দুটি ধারায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

গ উদ্দীপকের মনোরঞ্জম ধীরের সাথে ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের মিল রয়েছে। মনোরঞ্জনধর যেমন হিন্দু–মুসলিমের ঐক্যের প্রয়াসী ছিলেন, তেমনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যুতে হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের জন্য তিনি–

১. সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য ৫৫% চাকরি সংরক্ষণের দাবি জানান।
২. মসজিদের সামনে গানবাজনা, মিছিল নিষিদ্ধ করেন।
৩. গরু জবাই মুসলমানদের জন্য বিধিসম্মত করেন।
৪. মুসলিম নেতাদের সাথে বসে বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি সম্পাদন করেন।

ঘ উদ্দীপকে বীরভূম গ্রাম তাদের নেতা মনোরঞ্জন ধীরের মৃত্যুতে পূর্ব ও পশ্চিম অংশে হিন্দু–মুসলিম রেষারেষিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তদ্রূপ ব্রিটিশ ভারতে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে যুক্ত বাংলার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় বেঙ্গল প্যাক্টের অবসানে। তখন অনেকেই আবার যুক্ত বাংলার বিরোধী ছিল। যুক্তবাংলার বিরোধীদের বিরোধিতার কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. যুক্ত বাংলার বিরোধীদের বিরোধিতার কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলসহ অনেক নেতা কোনোমতেই স্বাধীন ভারতবর্ষে কলকাতাকে হাতছাড়া করার পক্ষপাতী ছিলেন না।
২. পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আসামকেও তারা হাতছাড়া করতে চাননি।
৩. কংগ্রেস মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিল।
৪. হিন্দু মহাসভার শ্যামা প্রসাদ যুক্ত বাংলার চরম বিরোধী ছিলেন।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ সিপাহি বিপ্লব

ক. কত খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে? ১
খ. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রামের সামরিক কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িত? প্রমাণ কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর যে, উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতের ইতিহাসে যুগ পরিবর্তনকারী? আলোচনা কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

খ সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে পদবি, বেতন–ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ–সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার ওপর ব্রিটিশ অফিসারদের পৰপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বিদ্রোহের প্রত্যৰ কারণ ছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সমুদ্র পাড়ি দিলে ধর্ম নষ্ট হয়। সেৰেত্রে হিন্দু সিপাহিদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতের বাইরে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দু–মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, এই টোটায় গরব ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে উভয়ই ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ স্বাধীনতা আন্দোলনে সিপাহি বিপৱবের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর।

ঘ 'সিপাহি বিপৱবের প্রভাব ছিল সুদুরপ্রসারী'– আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৯ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

মেঘা দাদার সাথে বসে টিছি দেখছিল, টিভিতে তখন একটা নাটক হচ্ছিল। নাটকটির কাহিনী সম্পর্কে মেঘা দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে দাদা বলে যে, ব্রিটিশরা দেশের খিলাফত রৰায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে এদেশের মানুষ আন্দোলন গড়ে তোলে।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে বাংলা চুক্তি হয়? ১
খ. রবীন্দ্রনাথ কেন নাইট উপাধি বর্জন করেছিলেন? ২
গ. উদ্দীপকে মেঘার দাদার কথায় ব্রিটিশ ভারতের কোন আন্দোলন ইঙ্গিত করা হয়েছে? ৩
ঘ. পাশাপাশি অন্য একটি আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ আন্দোলন ব্যর্থ হয় কথাটি বিশেৱষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

খ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাস করলে এ নিপীড়নমূলক আইনের বিরবদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাওলাট আইনের বিরবদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে এ সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এ হত্যাকাণ্ড 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ খিলাফত আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২০ বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি

ফারবক তার বাবার কাছ থেকে জানতে পারল, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে খাগড়াছড়ির পার্বত্য জেলার জালিয়াপাড়ায় পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে জায়গা নিয়ে চরম সংঘর্ষ হয়। এতে সকলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে যে যার মতো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারের সাথে পাহাড়িদের একটি শান্তিচুক্তি স্বাৰরিত হয়। এরপর থেকে পাহাড়ি ও বাঙালিরা সহাবস্থান বজায় রেখে বসবাস করছে।

ক. লাহোর প্রস্তাব কত খ্রিস্টাব্দে উপস্থাপন করা হয়? ১
খ. বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণ বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত চুক্তির সাথে পূর্ব বাংলার কোন চুক্তির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত চুক্তি উক্ত চুক্তির আংশিক প্রতিফল। তুমি কি এর সাথে একমত? তোমার মতামত বিশেৱষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে।

খ লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতার বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস পুরো ভারতে আন্দোলন করছে। তাই তিনি বিভেদ ও শাসননীতি প্রয়োগ করে বাংলাকে দুভাগে বিভক্ত করতে চাইলেন। কেননা, বাংলাকে ভাগ করা হলে বাঙালি জাতি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং কলকাতা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে সরে দাঁড়াবে। অপরদিকে, বাংলা ছিল হিন্দু–মুসলিম ঐক্যবদ্ধ এক বিরাট শক্তি যা ব্রিটিশ রাজত্বের পৰে মোটেও নিরাপদ নয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তির বিষয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তির ব্যর্থতার কারণসমূহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২১ স্বদেশী আন্দোলন

রিপা রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বাণিজ্য মেলায় বেড়াতে গিয়ে সে টাঙ্গাইল শাড়ি, রাজশাহী সিল্ক, চটের হাত ব্যাগ, তাঁতের পণ্যের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল এবং বেশ কিছু সামগ্রী ক্রয় করল। অন্যদিকে বিভিন্ন বিদেশি পণ্যের দোকানগুলো রিপাকে এতটুকুও আকৃষ্ট করতে পারেনি।

ক. কোন ব্যক্তি যুক্তবাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন? ১
খ. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল কেন? ২

গ. রিপার চিন্তা–চেতনায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লৰ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রিপার এই ভাবধারা দেশীয় শিল্প কলকারখানা প্রসারে কতটুকু সহায়ক বলে তুমি মনে কর? উত্তরের পৰে তোমার যুক্তি দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

খ অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ভারতের রাজনীতিতে নবাগত মহাত্মা গান্ধীর ডাকে নিপীড়নমূলক রাওলাট আইনের বিরবদ্ধে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। রাওলাট আইনের বিরবদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ দেশীয় পণ্যের ব্যবহার দেশীয় শিল্পকাঠামো সমৃদ্ধি সহায়ক– আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২২ বঙ্গভঙ্গ

দাদু ও ইমান টেলিভিশনে একটি নাটক দেখছিল। নাটকটি দেখে ইমান কিছু বিষয় বুঝতে পারছিল না। তখন সে দাদুর কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে, দাদু বলেন যে, পূর্ববঙ্গের কৃষকদের ঘামে ঝরা অর্থে কলকাতায় অবস্থানরত জমিদারগণ ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব পরিশোধ করে। কিন্তু ঢাকায় কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করে না। কলকারখানা ও শিৰাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই কলকাতায় গড়ে ওঠে।

ক. বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেন কে? ১

খ. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দাদুর কথায় বাংলা বিভাগের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলা বিভাগের পেছনে কি শুধু দাদুর বর্ণিত কারণই ছিল? তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম।

খ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বিভিন্ন দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যদিয়ে ভারতীয় হিন্দু–মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে। এতে কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ বিভেদ ও শাসননীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু–মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতির এক নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বঙ্গভঙ্গের অর্থনৈতিক কারণ লেখ।

ঘ বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২৩ ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়

নিলয়দের দেশটি আয়তনে খুবই বিশাল। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে দেশটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী নিয়ে একটি দেশ এবং অন্যদিকে হিন্দুধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জন্য আরেকটি দেশের জন্ম হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, আগস্ট মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখে পর্যায়ক্রমে দেশ দুটোর জন্ম হয়।

ক. 'এনফিল্ড' রাইফেলের টোটায় কীসের চর্বি মিশ্রিত থাকত? ১

খ. বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন শাসনের অবসানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত জন্ম নেওয়া দেশ দুটি ভারত আর পাকিস্তান–মতামতের পৰে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'এনফিল্ড' রাইফেলের টোটায় গরব ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত থাকত।

খ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে কলকাতায় কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর বাসগৃহে অখণ্ড বাংলার পৰে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন–সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পৰে এক চুক্তি স্বাৰরিত হয়, যা বসু–সোহরাওয়ার্দী চুক্তি নামে পরিচিত।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন অবসানের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভারত ও পাকিস্তান অভ্যুদয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ স্বত্ববিলোপ নীতি ঘোষণা করেন কে?

উত্তর : লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়?

উত্তর : দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বঙ্গভঙ্গ করেন কে?

উত্তর : লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কত খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করা হয়?

উত্তর : ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

উত্তর : ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বাংলা প্রদেশকে কত খ্রিস্টাব্দে দুভাগ করা হয়?

উত্তর : বাংলা প্রদেশকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দুভাগ করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কোনটি গঠিত হলে হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক পথ আলাদা হয়ে যায়?

উত্তর : মুসলিম লীগ গঠিত হলে হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক পথ আলাদা হয়ে যায়।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

উত্তর : বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ মুসলিম লীগ কত খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়?

উত্তর : মুসলিম লীগ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : বয়কট আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ স্বদেশী আন্দোলনের মূল কর্মসূচি কয়টি ছিল?

উত্তর : স্বদেশী আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুটি।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কোন আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গণসচেতনতার জন্ম হয়?
উত্তর : স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গণসচেতনতার জন্ম হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কত খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়?
উত্তর : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কোন আইন পাস হয়?
উত্তর : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাওলাট আইন পাস হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করেন।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ খিলাফত আন্দোলনের নেতা কারা ছিলেন?
উত্তর : খিলাফত আন্দোলনের নেতা ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ Indian National Army (INA)-এর নেতৃত্বে ছিলেন কে?
উত্তর : Indian National Army (INA)-এর নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ স্বরাজ পার্টির সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর : স্বরাজ পার্টির সম্পাদক ছিলেন মতিলাল নেহেরব।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ কোন নারী বিপরবী বাংলার সমস্ত বিপরবী আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন?
উত্তর : নারী বিপরবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বাংলার সমস্ত বিপরবী আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ স্বরাজ পার্টি গঠিত হয় কার সমর্থনে?
উত্তর : কংগ্রেসের এক অংশের সমর্থনে স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ স্বরাজ পার্টির সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর : সি.আর. দাস স্বরাজ পার্টির সভাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ কত খ্রিস্টাব্দে সূর্যসেন গ্রেফতার হন?
উত্তর : ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সূর্যসেন গ্রেফতার হন।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ কোন বিপরবীর পরিকল্পনায় লর্ড হার্ডিংকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়?
উত্তর : বিপরবী রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় লর্ড হার্ডিংকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি কাকে সমর্থন করে?
উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি জাপানকে সমর্থন করে।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি কী?
উত্তর : পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের নেতৃত্বে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ–এসবই মহাবিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচনা করেছে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণ কী ছিল?
উত্তর : ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরব হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা। দরিদ্র কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করার ফলে এবং জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের তীব্র শোষণের শিকার কৃষক মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এরপর ছিল কৃষকদের ওপর নানা অত্যাচার।

একদিকে বাজার দখলের নামে স্থানীয় শিল্প ধ্বংস, অপর দিকে অতিরিক্ত অর্থ লাভের আশায় জমি বন্দোবস্তের নামে কৃষি ধ্বংস হয়। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূ পে ধ্বংস হয়ে যায়। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানি শাসন–শোষণের বিরবদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যার ফলাফল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের সামরিক কারণ ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে পদবি, বেতন–ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ–সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার ওপর ব্রিটিশ অফিসারদের পরপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে দেয়।

তাছাড়া হিন্দু–মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, এই টোটায় গরব ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে উভয়ই ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরত্ব ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরবত্ব ইতিহাসে অনেক বেশি। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বরে মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণাপত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি রমা ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারি গুরবত্ব হচ্ছে এই বিদ্রোহের রোভ থেমে যায়নি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেরিতে জনগণ সচেতন হয়ে ওঠে এবং নানা আন্দোলন–সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভক্তি ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই শুরব হয়েছিল। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপরে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব এটি অনুমোদন করেন এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এই বছর অক্টোবর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ কী ছিল?
উত্তর : লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। উপমহাদেশের এক–তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। কলকাতা থেকে পূর্বাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রবা ও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ। যে কারণে লর্ড কার্জন এত বড় অঞ্চলে একটি মাত্র প্রশাসনিক ইউনিটে রাখা যুক্তিসংগত মনে করেননি। তাই ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রদেশকে দুভাগ করার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তা কার্যকর হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণ কী ছিল?

উত্তর : লর্ড কার্জন শুধু শাসন–সুবিধার জন্য বা পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গ করেননি। এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তার দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপজ্জনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবেই কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ৰমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন। এভাবে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করার ব্যবস্থা করা হলো।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কী?

উত্তর : হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরবত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরবদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক সর্বভারতীয় আন্দোলন। হিন্দু–মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রৰার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ খিলাফত আন্দোলনের কারণ কী ছিল?

উত্তর : ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পৰ অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হন। কারণ ধর্মীয় কারণে তারা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। নিজ দেশের সরকার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন দিয়েছে। তবে শর্ত ছিল যে এই সমর্থনের পরিপ্রেৰিতে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার কোনো ৰতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধ শেষে জার্মানির পৰে যোগদানের জন্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেভার্সের চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিস্বরূ প তুরস্ককে খণ্ড–বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রৰার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে, যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি বর্জন করেন কেন?

উত্তর : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট উপাধি বর্জন করেন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ লাহোর প্রস্তাবের পরিণতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরব এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি অসম্ভব বলে উলেরখ করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেৰিতে ভারতের রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন ধারার জন্ম হয়। দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। সে অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরপর থেকে মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহর রাজনীতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হতে থাকে; যার শেষ পরিণতি ছিল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের দেশ বিভাগ। দ্বিজাতি তত্ত্বের বাস্তব পরিণতিতে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ লাহোর প্রস্তাবের প্রধান ধারাসমূহ কী ছিল?

উত্তর : লাহোর প্রস্তাবের প্রধান ধারাসমূহ নিচে দেওয়া হলো –

ক. ভারতের উত্তর–পশ্চিম এবং পূর্ব ভূভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

খ. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বশিরষ্ট অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

গ. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের সব অধিকার এবং স্বার্থরৰার জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ. প্রতিরৰা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ৰমতা সর্বশিরষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ বসু–সোহরাওয়ার্দী স্বাৰরিত চুক্তিটি সংক্ষিপ্ত আকারে উলেরখ কর।

উত্তর : বসু–সোহরাওয়ার্দী স্বাৰরিত চুক্তিটি উলেরখ করা হলো :

১. বাংলা হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে– তা সে নিজেই ঠিক করবে।

২. হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসনসংখ্যা বণ্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩. স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হবে। পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। উক্ত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া বাকি সদস্যপদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে।

৪. সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকবে। এসব চাকরিতে শুধু বাঙালিদের নিয়োগ দেয়া হবে।

৫. সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার তিনটি স্তর কী ছিল?

উত্তর : ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার যে তিনটি স্তর ছিল তা নিচে দেওয়া হলো :

১. কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা।

২. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা।

৩. হিন্দুপ্রধান গ্রবপ, মুসলমানপ্রধান গ্রবপ এবং বাংলা ও আসাম গ্রবপ– এ তিন ভাগে প্রদেশগুলোকে ভাগ করা এবং প্রত্যেক গ্রবপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা। তবে শর্ত দেওয়া হয় যে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সার্বিকভাবে করতে হবে। এর অংশবিশেষ গ্রহণ করা যাবে না।